

ইসমাইল আহমেদ

অন্যদিন



হ্মায়ুন আহমেদ

অন্যদিন

খানব্রাদাস এ্যাণ্ড কোম্পানি
৬৭ প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০

‘অন্যদিন’ গল্পটি স্বাধীনতা সংখ্যা বিটিত্রায় (১৯৭৬) প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় গল্পটি আবার আগাগোড়া নতুন করে খিলেছিই। এক সময় জনাব নূরজননবী শেখ এবং জনাব ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল ‘অন্যদিন’ গল্পটির জন্য গাঢ় ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন। সেই ভালোবাসা এখনো আছে কিনা জানি না। না থাকলেও আজ তাঁদের কথা কৃতজ্ঞ চিন্তে দ্রুণ করছি।

ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
রয়াসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনু, ৭, ১৯৮৩

“এই দিনত দিন ময় আঝো দিন আছে
এই দিনেও নিব আমি সেই দিনের কাছে।”

॥ এক ॥

পাত্র নিবাস বোর্ডিং হাউস

১১-বি কীটাল বাগান পেন (মোতশা)

ঢাকা-৯

চিঠি লিখলে এই ঠিকানায় চিঠি আসে। কুঝে বের করতে গেলেই মুশকিল। সফিক লিখেছিল অবশি, তোর কষ্ট হবে কুঝে শেতে। লোকজনদের জিজ্ঞাস করতে পারিস কিন্তু লাভ হবে বলে মনে হয় না। একটা মাল একে দিলে তাল হত। তা দিলাম না, দুর্বল জিনিস পেতে কষ্ট করতেই হয়।

এই সেই দুর্বল জিনিস! দু'জন মানুষ পাশাপাশি চলতে পারে না এরকম একটা গলির পাশে মুপসি ধরনের দোতলা বাড়ী। কত দিনের পুরানো বাড়ী সেটি কে জানে। চিঠি পরে সমস্ত বাড়ী কালচে সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। মোতশায় একটি তাঙ্গা জানালায় ছেঁড়া চট ঝুলছে। বাড়ীটির ভান পাশের দেয়ালের একটি অংশ সম্পূর্ণ খসে গিয়েছে। সামনের নর্মায় একটি মরা বেড়া; দূর্ঘিত গত আসছে সেখান থেকে। মন তেকে পেল আমার। সুটকেস হাতে এদিক ওদিক তাকাঞ্চি-মোতশায় যাবায় পথ কুঁজছি, সিঁড়ি ফিঁড়ি কিছুই দেখছিনা। নিচ তলা তালাবদ্ধ। নোটিশ ঝুলছে-

‘এই দোকান বাড়া দেওয়া হবে।’

দোকানের জানালার চুটের পর্দার ফীক দিয়ে কে যেন দেখছিল আমাকে। তার দিকে চোখ পরতেই সে বললো, জ্যোতিষী খুঁজছেন? হাত দেখাবেন? উপরে যান, বাড়ীর পেছন দিকে সিঁড়ি।

পাত্র নিবাস বোর্ডিং হাউসের লোকজন আমার চেনা। সফিক ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে লিখেছে আমাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার মুখে যার সঙ্গে দেখা ইল তিনি যে নিশানাগ জ্যোতিষাণব তা সফিকের চিঠি ছাড়াও বলে দিতে পারতাম। প্রায় ছ'ফটের মত লম্বা বাকঢ়া ঘন চুলের একজন মানুষ কপালে প্রকাঢ় এক সিদুরের ফোটা, মুখ ভর্তি দাঢ়ি। গায়ে গেরন্যা রংয়ের একটি চান্দা। পরনে খাটো করে পরা একটি ধৰ্মবে সাদা সিল্কের লুঙ্গি। পায়ে রূপোর বোলের ঘরাম। প্রথম দর্শনেই হকচকিয়ে যেতে হয়। জ্যোতিষাণব সপ্তাহে জিজ্ঞাস করলেন, ‘হস্ত গগনা করাতে এসেছেন?’ পরক্ষণেই গঞ্জির হয়ে বললেন, উই স্যুটকেস হাতে কেউ জ্যোতিষীর কাছে আসেনা। লক্ষণ বিচারে ভুল হয়েছে। তুমি সফিকের কাছে এসেছো?’

থিব।

সফিক সারা সকাল অপেক্ষা করেছিল। তোমার না তোরবেলা আসার কথা!

টেন ফেল করলাম। ঢাকা মেইলে আসা লাখল।

জ্যোতির্বীণব মহা গঙ্গীর হয়ে বললেন,

আমি জানতাম। সফিককে বললাম আশাভঙ্গ হওয়ার কারণ খটবো। সে সরা সকাল রাম্ভার মোড়ে তোমার জন্য দাঙিয়েছিল। আশাভঙ্গতো হলই ঠিক কিনা তুমি বল ?

হ্যা তা ঠিক।

ঠিকতো হবেই। তিন পুরুষ ঘরে গৃহ বিদ্যার চর্চা আমাদের হ' হ'।

জ্যোতির্বীণব আমাকে নিয়ে পেলেন তাঁর ঘরে। তাঁর ঘরের বর্ণনা সফিকের চিঠিতে পড়েছি। বাড়িয়ে লিখেন কিছুই-ঘরে ঢুকলে যে কোন সুস্থ লোকের মাধ্য গুলিয়ে যাবে। তিনি জানানা বন্ধ করে ঘরটা সব সময় অক্ষুণ্ণভাবে করে রাখেন। অক্ষুণ্ণভাবে একটি ঘিরের প্রদীপ ঝল্লে। শূপদানী আছে, কেউ হাত দেখাতে আসছে টের পেলেই শূপদানীতে এক গাদা শূণ ফেলে নিহিতের মধ্যে গা ইমছমানো আবহাওয়া তৈরী করে ফেলেন। কিন্তু একসব করেও তাঁর গসার নেই মোটেও।

জ্যোতির্বীণব আমাকে টোকিতে বসিয়ে শূপদানীতে শূণ ঢেলে দিলেন। নিঃশ্বাস বন্ধ ইবার যোগাড়। ঘমঘমে গলায় বললেন,

উদেশ্য সফল হবে তোমার। বি.এ. পাশ করবে ঠিকভাব। কপালে ঝাজান্তাহের ঘোগ আছে। এই শাহিদ একটা কবচ নিয়ে আমার কাছ থেকে। সফিকের বন্ধু তুমি। নামমাত্র মূল্যে পাবে। আমি বললাম,

কোথায়ও একটু গোসল করা যাবে ? আসে পাশে চাহের দোকান আছে। বড় চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

জ্যোতির্বীণব আতিকে উঠলেন। যেন এমন অনুভূত কথা কথনো শনেন নি। প্রাণী গলায় বললেন, প্রাণ্য বিধির কিছুই দেখি জাননা। গায়ের ঘাম না ভরতেই গোসল চা। ঠাণ্ডা হয়ে বস দেখি।

তিনি একটি টেবিল ফ্যান চালু করলেন। ফ্যানটি নতুন। ভয়ানক গঙ্গীর ঘরে বললেন,

আমার এক তক্ষ দিয়েছে। এই সব বিশ্বাস সম্মতি দুই চক্র দেখাতে পারিনা। তাত্ত্বিক মানুষ আমরা—এসব কি আমাদের শাশে ? শীত শীশ সব আমাদের কাছে সমান।

ঘটা দুয়েক অপেক্ষা করবার পর জ্যোতির্বীণব আমাকে গোসলখানা দেখিয়ে দিলেন।

শুব সাবধানে গোসল সারবে রঞ্জু। দারুণ পিছল মেবে। মেসের অন্য বোড়িরা কেউ নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা থাক গোসল খানায়। তা আমি বানিয়ে রাখব এসেই গৱম পাবে। কয় চামচ তিনি খাও চাও?

গায়ে পানি ঢালতেই শরীর জুড়িয়ে গেল। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি। পথের ঝাপ্টি, নতুন জায়গায় আসার উৎসে সব মুছে পিয়ে ভাল লাগতে শুরু করল। ইঠাই করেই মনে হল নীলগঙ্গের পুরুয়ে যেন তর দুপুরে সীতার কাটছি। আমি অনেকবার শক্ষ করেছি সূর্যী হওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মানুষে। অতি সামান্য জিনিসও মানুষকে অভিভূত করে ফেলতে পারে।

আমার বাবার কথাই ধরা যাক। তাঁর মত সূর্যী লোক এ পৃথিবীতে শুব বেশি নেই বলেই আমার ধারণা। অথচ গত ছয় বছর ধরে তাঁর কোন চাকরী বাকরী নেই। তিনি কোর বেলা উঠেই টেশনে যান। সেখানকার চায়ের ষ্টেলটি নাকি 'ফাস ক্লাস' তা বানায়। খালি শেষে তাঁ তা পর পর দু' কাপ বাবার পর তিনি টেশন মাষ্টারের সঙ্গে গল্প শুভ করেন। কি গল্প করেন তিনিই জানেন। ন' টার দিকে ঝুলের ভাত রান্না হয় বাঢ়িতে। সে সময় তিনি বাড়ী ফিরে আসেন। আনঙ্গ এবং পারম্পরার সঙ্গে অতি দ্রুত ভাত খেয়ে মেন। সময় তাঁর হাতে শুব অর্পণ সাড়ে দশটার দিকে পোটাপিসে থবতের কাগজ আসে। কাগজটি পড়া তাঁর কাছে ভাত খাওয়ার মতই জরুরী। সক্ষ্যাবেলা তিনি হারু গায়েনের ঘরে বেহালা বাজানো শিখেন। বর্তমানে এই দিকেই তাঁর সমস্ত মন প্রাণ মিবেলিত। মহাসূরী শোক তিনি। মা যদি বলেন,

পারম্পরারতো নাম কাটা গেছে ঝুলে। তিন মাসের বেতন বাকি।

বাবা চোখে মুখে দারুণ দুঃস্মিন্ত ছাপ ফুটিয়ে বলেন, বড়ই মুশিবত দেখছি। গভীর সমুদ্র। হ'যত মুশকিল ততো আহসান। হাদিস কোরানের কথা। তিন্তির কিছু দেখিল। সমস্যার সমাধানও বের করেন সঙ্গে সঙ্গে, দরকার নাই ঝুলে পড়ার। পারম্পর মা, প্রাইভেটে যেটিক দিবে তুমি। আমি পড়ার তোমাকে। বই গুলি সব নিয়ে আয়তো মা এবং তিন লবরী একটা খাতা আন রেন্টিনট। শেখি আগে।

মা ছাড়া আমরা কেউ বিরক্ত হইনা বাবার উপর। আমরা ছোট বেলা থেকেই জানি বাবা এক তিন জগতের বাসিন্দা। এই জগতের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই।

আমাকে টেনে ঝুলে নিতে বাবা টেশনে এসেছিলেন। টেন ছাড়বার আগে আগে আমাকে বললেন,

রঞ্জ, একটু এদিকে শনে যাতো।

পারল্বা আৰ অনুভূতি কাছ থেকে অনেকটা দূৰে নিয়ে গোলেন আমাকে। গলার
শব্দ যথাসম্ভব নিচু করে বললেন,

একটা ভালো বেহালার দাম কত, ঘোঁজ নিবিতো। ভুলিসনা যেন।

ঘোঁজ নিব। ভুলবনা।

আমার নিজের জন্মো না। বুড়ো বায়সে কি আৱ গান বাজলা হচ? তোৱ মাও
পছন্দ কৱে না। অনা শোকেৱ জন্ম।

আমি ঘোঁজ নিব।

টেন ছাড়াৰ সময়ও এক কাছ কৱলেন। টেনেৰ সঙ্গে লৌড়াতে শুন কৱলেন।
টেনেৰ গতি যত বাঢ়ে তীৱ্র গতিও বাঢ়ে। টেনেৰ শোকজন গলা বাঢ়িয়ে মণ্ডা
দেখতে শাগলো।

গোসল দেৱে দোতলায় উঠে এসে দেখি জ্যোতিষীগবেৰ ঘৰ জমজমাট। দু'
তিন জন শোক বসে আছে পাঁচ মুখে। জ্যোতিষীগব একজনেৱ হাতেৰ ভাষ্য
দিকে অৰ্থস্থ মনযোগে তাকিয়ে আছেন। আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, পদা
ঠেলে ভেতত্ব চলে যাও। চা পিলিচে ঢাকা।

আগে মন্দ্য কৱিনি যে পারবাৰ খুপড়িয়া মত ঘৱাও পর্ণা দিয়ে দু'ভাগ বদা।
ভেতত্বে চুকে দেখি দড়িৰ খাটিয়াৰ উপৰ ধৰণবে সাদা চালতো চমৎকাৰ বিছনা
কৰা। বিছনাৰ লাগোয়া একহাত বাই একহাত সাইজেৰ টেবিল একটি। তাৰ
উপৰত ধৰণবে সাদা ঢাকনি। খাটিয়াটিৱ মাথাৰ পাশে বেতো শেলুফ। শেলুফেৰ
উপৰ চমৎকাৰ একটি কীচেৰ ফুলদানীতে ফুল। আমার বিষয়েৰ সীমা রইলনা।
জ্যোতিষীগব দেখি মাঝলৈ সৌভিল লোক।

শুধু চা নয়। পিলিচে বাবাৰ ঢাকা আছে। একটি লাঙডু এবং একটি সিঙ্গাৰা।
আমি চা ঘোন্তে খেতে শুনলাম জ্যোতিষীগব গাঁষিৰ গলায় বলছেন,

এহ শাস্তি কলচ নিতে পাৱেন আমার কাছ থেকে। রাতুও ধৱণ কৱতে পাৱেন।
তবে রাতু অনেক দামী। তাছাড়া আসল জিনিস মিলবেনা, চারদিকে জুয়াচুৰি।

এহ শাস্তিৰ কাত খৱচ পড়বে?

বিশ টাকা নেই আমি, তবে আপনাৰ জন্মো দশ।

দশ যে বড় বেলি হয়ে যায় সাধুজী।

জ্যোতিষীগব হাসেন।

পঞ্চ ধান্তুৱ কৰজেৱ মামই মশাই পাঁচ টাকা। তাত্ত্ব সুণ তৌপা পাৱা ও দণ্ড।
তঞ্চকতা পাবেন না আমার কাছে। একবাৰ ধৱণ কৱে দেখুন টাকাটা জলে যায়
কিনা। টাকাইতো জীবনেৰ সব নয়। হ' হ'।

বসে থাকতে থাকতে কিমুনি ধরে যায় আমার। সক্ষা হিলিয়ে গেছে, ঘর
অঙ্ককার। সুইচ আছে একটি। আলো ঝুলাতে ঠিক সাইস হয় না। সাধুজী পাশের
ঘরে প্রদীপ ঝুলে বসে আছেন। কে জানে ইলেকট্রিসিটির আলোতে তীব্র ঝুঁতো
অসুবিধা হবে। সফিক কত রাতে ফিরবে কে আনে? অথবা পড়লাম সাধুজীর
বিছানাতেই।

শুরূ অয়ে কত কি মনে হয়। বাবা যেন ম্যাকমিলান কোম্পানির তীব্র সেই
পুরানো চাকরীটা আবার ফিরে পেতেছেন। গভীর রাতে লাড়ি ফিরেছেন প্রকান্ত
একটা মাছ হাতে নিয়ে। পারম্পরার বিছানার পাশে ঘুকে ভাকছেন,

ওরে পারম্পর, ওরে টুনটুনি, ওরে কুট কুট, ওরে ভূট ভূট।

মা কপট রাগের ডঙ্গি করে বলছেন,

কি যে পাখলামী তোমার। এই দুপুর রাতে মাছ কুটতে বসব নাকি?

বাবার মুখ ভর্তি হাসি।

একশ বার বসবে। ইঞ্চার বার বসবে।

পারম্পর ঘূর ভেঙে উঠে বসেছে। বার বার বলছে,

বাইটা এনেছ বাবা! 'দেশ বিদেশের ঝুঁপকথা' নাম লিখে চিঠি নিয়েছিলাম যে
তোমাকে!

উই বজ্জ ভুল হয়ে গেছেরে। একটুও মনে নেই। সামনের শনিবার ঠিক
দেখিস-

পারম্পরের নিচের ঠোট বেঁকে যেতে তরু করতেই বাবা ম্যাজিস্ট্রালের ডঙ্গিতে
বলে উঠেছেন,

টেবিলের উপর ঝুঁপকথার বাইটা আবার কে আনল?

কিমুনি ধরলেও ঘূর আসেনা আমার। বিছানায় এপাশ ওপাশ করি। ধূপের গন্ধে
দম আটকে আসে একেকবার। কি যে কান্ত সাধুজীর। সফিক চিঠিতে লিখেছিল,
'দুনিয়াতে মন্ত্র মানুষ এত বেশি বলেই তাল মানুষদের জন্য আমাদের এত মন
কীড়ে। আমাদের নিশানাথ এমন একজন তাল মানুষ। মানুষকে ধোকা দেওয়াই
যাব জীবিকা-সে এমন তাল মানুষ হয় কি করে কে জানে?'

রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও সফিকের দেখা পাওয়া গেল না। নিশানাথ
বাবু আমাকে বসিয়ে গ্রেখে নিচে খেতে গেলেন। খাওয়ার পর আমাকে হোটেল
থেকে থাইয়ে আনবেন।

হোটেলটি বেশ খালিকটা দূরে। নানান প্রসঙ্গে গত করতে বসাতে সাধুজী
হাউটছেন। অনেকেই দেখি তাকে ঢেলে। একটি পানওয়ালা দীত বের করে বললো,

সাধুজীর শহিলটা বালা নাকি ?

তিনি দেমে ঘেমে বেশ খানিকক্ষণ কথা বার্তা বললেন পানওয়ালার সঙ্গে।
তাই গুরু বলার ঢাঁচ মডেকার। মুখ হয়ে শুনতে হয়। সফিক প্রসঙ্গে বলেন,

সফিক ছেলেটা ভাল তবে বড় ফাঁড়িল। ফাঁড়লামী করে আমার সঙ্গে। আমি
নাকি লোক ঠকিয়ে থাই। ছিঃ ছিঃ কি কৃৎসিত চিত্ত। আমরা ইষ্টি তিন পুরুষের
জোতিষ্যী। আমার ঠাকুরদা তারামাথ চক্রবর্তী ছিলেন সাক্ষাত বিজৃতি। মানুষের
হাত দেখে অনুবর্ত বলতে পারতেন। আজকালকার হেলে পুলেরা এসবের কি
জানবে ?

কথা বলতে বলতে সাধুজীর মুখের তাৰ বদলায়। রশীদ মিয়ার কথা বলতে
বলতে তিনি চোখ মুখ কুঁচকে এমন ভাবে তাকান যেন রশীদ মিয়া ছুরি হাতে
মারতে আসছে। 'রশীদ মিয়া, বুঝলে নাকি রঞ্জু? নয়কের কীট। দেখা হলৈই
বলবে—বিজনেস কেমন চলছে আপনার ?'

আমি চূল করে থাকি। সাধুজী রাণী গলায় বললেন,

হাত দেখা বিজনেস হলে আজ আমার গাড়ী বাড়ী থাকতো। সুসং দুর্গাপুরের
জমিনার কৃপতি সিংহ আমার ঠাকুরদাকে আশি বিঘা লাবেরাজ সম্পত্তি মিঠে
চাইলেন। ঠাকুরদা বললেন, 'ক্ষমা করবেন, দরিদ্র ত্রাক্ষণ। সম্পত্তির মোহে পড়তে
চাই না। রশীদ মিয়া কি বুঝবে আমাদের ধারা ?'

সফিক ফিরতেই তুমুল ঝগড়া তখন হয়ে গেল জোতিষ্যাশবের সঙ্গে। সফিক
গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, 'আমার ঘরের চাবি দিয়ে গেলাম আপনার কাছে।
বললাম, রঞ্জু আসামাত্র আমার দয় খুলে দেবেন তা না নিজের অঙ্গ কৃপের ধৌয়ার
মধ্যে নিয়ে——'

তাতে তোমার বদ্ধুর কোন ক্ষতি বৃক্ষি হয়েছে ?

না হোক মেসে রঞ্জুর জন্যে রান্না করতে বলে গেছি। টাকা বরাচ করে তাকে
হোটেল থেকে থাইয়ে এনেছেন। টাকা সত্তা হয়েছে।

টাকার মূল্য আমার কাছে কোন কালেই নেই সফিক।

বড় বড় কথা বলবেন না। লহা লহা বাত শুনতে ভাল লাগে না।

সামান্য ব্যাপার নিয়ে সফিক এত হৈ তৈ করছে কেন বুঝতে পারলাম না।
আমার লজ্জার সীমা রইল না।

সফিকের ঘরে দুটি চৌকি পাতা। আবর্জনার কুপ চারদিকে। দীর্ঘ দিন
সম্ভবত আট দেয়া হয় না। এক পাশে একটি থালায় অনুকূল তাত পড়ে আছে।
সফিক আমাকে বলল,

লঢ়া হয়ে গড়ে পড়। সকালে কথা বলব।

তুই কোথায় যাস?

খেয়ে আসি। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। খেয়ে এসেই বিজ্ঞানায় কাত হব।
কথা বার্তা যা হবার সকালে হবে। তুই ঘুমো।

সফিক নিচে নেমেও খুব হৈ তৈ করতে শাগলো,

হারামজানা ভাল শেষ হয়ে গেছে মানে? পয়সা দেইনা আমি। আমি মাগনা
যাই? যেখান থেকে পারিস ভাল নিয়ে আয়।

সাধু বাবা ভাল খেয়ে ফেলেছে।

সাধু বাবার বাপের ভাল।

সফিক বড় বদলে গেছে। এ রকম ছিল না কখনো শরীরও খুব খারাপ
হয়েছে। কোন অসুখ বিসুখ বীধিয়েছে কিনা কে জানে। আমিতো প্রথম দেখে
চিনতেই পারিনি। চমৎকার চেহারা ছিল সতিকের। কুলে 'শুকুট' নাটক
করেছিলাম আমরা। সফিক হয়েছিল মধ্যম রাজকুমার। সতিকার রাজপুত্রের
মত লাগছিল। কমিশনার সাহেবের বৌ সফিককে তেকে পাঠিয়ে কত কি
বলেছিলেন।

॥ମୁଁ॥

সକାଳ ବେଳା ସଫିକ ଆମାକେ ନିଯୋ ଗେଲ ରଶୀଦ ମିଯାର କାହେ । ରଶୀଦ ମିଯା ତୀର
ଦେଖିଟି ଖାତାଯ ଆମାର ନାମ ଚାଲିବେନ । ଲୋକଟି ଛୋଟ ଥାଟ । ସାମନେର ଦୂଟି ଦୌତ ଶୋନା
ଦିଯେ ବୀଧାନୋ । ମେଇ ଦୌତ ଦୂଟି ଛାଡ଼ା ଆର ସମ୍ପତ୍ତ ଦୌତେ କୃଷ୍ଣମିତ ହୁଏ ରଙ୍ଗ । ଆମି
ପାଞ୍ଚନିବାସେ ବୋର୍ଡର ହବ ଶୁଣେ ତିନି ଏମନ ତାବ ବନ୍ଦାଶେନ ଯେବ ଏମନ ଅନୁତ କଥା ଏହି
ଆଗେ ଶୁଣେନ ମି ।

ନା ସାହେବ ବୋର୍ଡର ଆର ନେବନା । ଅଧୁ ଅଧୁ ଆମେଲା ।

ସଫିକ ଗଢ଼ିର ହୋଁ ବଲଲ,

କିମେର ଆମେଲା ।

ଟାକା ପାଯସା ନିଯୋ ଖୋମେଟି କରେ ।

ଆମି, ଆମି ଖୋମେଟି କରି ।

ଆପନି ନା କରେନ ଅନ୍ୟ ଲୋକେ କରେ ।

ଆମାକେ ନିଯୋ କଥା । ଆମି ଯନି ନା କରି ଏଓ କରବେ ନା । ମାନେର ତିନ ତାରିଖେ
ଖ୍ୟାଚାଏ କରେ ଟାକା ଫେଲେ ମିବେ । ନବୀ ସାହେବେର ଘରଟା ଦେନ ତାର ନାମେ ।

ନବୀ ସାହେବ ଗେଲେ ତବେତୋ ଦିବ ।

ଯତଦିନ ନା ସାନ ତତଦିନ ଥାକବେ ଆମାର ଘରେ ।

ରଶୀଦ ମିଯା ଅନେକକଣ ଚାପ ଥେବେ ବନ୍ଦାଶେନ,

ଏ ଘରେ ତାଡା ଏହି ମାସ ଥେବେ ପାଚ ଟାକା ବେଶି ।

ସଫିକ ପ୍ରାୟ ତେବେ ଗେଲା ।

ପାଚ ଟାକା ବେଶି କେବଳ ? ମୋଜାଇକ କରେ ଦିଜେବ ଘରଟା ।

ରଶୀଦ ମିଯା ନିଶ୍ଚିନ୍ଦ୍ର ସୁରେ ବଲଲ,

ଜାନାଲା ଦୁଇଟା । ଏ ଘରେ ଆଲୋ ବାତାଦ ବେଶି ଥେଲେ ।

ଏକଟା ଜାନାଲା ପେନ୍ଦେକ ମେତେ ବନ୍ଦ କରେ ଦିବେନ । ଶାଫ କଥା । ଶୁଣେନ ଆପନର
ଆତି ।

ନିଶାନ୍ତ ଗୋମଡ଼ା ମୁଖେ ଖାତା ଫୁଲଲୋ ରଶୀଦ ମିଯା ।

ପେଶା କି ?

ଆମି ଆମତା ଆମତା କରେ ବଲାମ,

ପେଶା କିନ୍ତୁ ନାଇ-ଆମି ଛାତା ।

ଝପାଏ କରେ ଖାତା ବନ୍ଦ କରେ ରଶୀଦ ମିଯା ଆତଥିତ ଥରେ ବଲଲେନ,

ଛାତ ମାନୁଷ ଘର ତାଡା ପାବେ କୋଥାଯ ?

সফিক থামথামে গলায় বলল,
যেখান থেকে পাত্রে যোগাড় করবে। দরকার হয় চুরি করবে।

চুরি করবে ?

হ্যা, চুরি করবে। অসুবিধা আছে কিছু ? আপনি কত্তেন না ?
আমি চুরি করি ?

মালিকের আমু নিবাসত্ত্বে ফৌকা করে দিষ্টেন।
রশীদ মিয়ার চোখ ঠিকভাবে ঘেরিয়ে আলো।

কে, কে বলেছে ?

বশা বলিয়াতো কিছু নেই। সবাই জানে। সাধুজীতো পরিকার বলেছেন, তীক্ষ্ণ
চিনুক, ছেটি কান এবং বর্তুলাকার চক্ষুর জাতক চোর ব্রতাবিশিষ্ট হ্যাত।

নিশানাখ এই কথা বলে ?

হ্যা বলবেনা কেন ? সাধুজী স্পষ্ট কথার শোক।

এরপর আর আমার নাম ধাম ধাতার ভুলতে অসুবিধা হ্যান না। রশীদ মিয়া
গাঁথীর গলায় উপদেশক কিছু দেন, 'ঘরে মেয়ে ছেলে আনতে পারবেন না।
তনুলোকের মেস এইটা। ধাক্কাবাজির জায়গানা। বিশিষ্ট লোকজন থাকে।'

অত্রিম এক মাসের খাওয়া খরচের টাকা দেয় সফিক। তারপর যুব আত্মবিক
ভঙ্গিতে রশীদ মিয়ার পেটে হাত দিয়ে বলে, 'মাশআল্লাহ পেটতো আপনার আজো
পাঁচ গিরা বড় হয়ে গেছে রশীদ মিয়া।' সফিককে যতই দেখি ততই অবাক হই।
এ কোন সফিক ? দু'বৎসরে তার এ কি পরিবর্তন !

মাঝ রাতে ঘুম তেজে পিয়েছিল একবার। দেখি ঘরের মধ্যে লাখচে আলো।
সমুদ্র গর্জনের মত শী শী আওয়াজ হচ্ছে। ধর মড় করে জেগে উঠে দেখি সফিক
ক্ষোঁক ছালিয়েছে।

কি ব্যাপার সফিক ?

ব্যাপার কিছু না, চা খাব।

চা এই সময় ? কয়টা বাজে ?

তিনটা দশ। তুই আবি নাকি ?

না।

গোজ এই সময় চা খাস নাকি ?

না দুইখণ্ড দেখে ঘুম ভাসলো, ভাবলাম একটু চা খাই।

আমি চুপ করে থাকলাম। সফিক ক্রমত হয়ে বশল,

বড় শ্বাগল করতে হচ্ছে। ইউনিভাসিটি ছেড়ে দিয়েছি জানিস না বোধ হ্যান ?

আমি জানতাম না। স্তুতি হয়ে গেলাম।

কি করে পড়ব বল? দিনে কম্পার্টেক্টের চাকরী। বিকালে টিউশনি আছে দুটো। এর পর আর এনার্জি থাকে না। নাইট কলেজে পাস কোর্সে নাম তোলা আছে। এই বছর আর হবে না।

সফিক দুটি কাপে চা ঢাললো। আমি বললাম,

এত রাতে চা খাবনা সফিক।

তোর জন্যে না, নিশানাথকে ভেকে আনছি।

কিছুক্ষণ পরাই নিশানাথ জ্যোতির্যাগবের গজপজানি শোনা গেল, রাত দুপুরে চা? এই সব কি করেছ? যাও চা খাবন।

সফিকের গলা আরেক ধাপ উঠুঠে,

বানানো হয়েছে চা খাবেন না মানে? খেতেই হবে।

আরে হকুম নাকি তোমার?

একশ বার হকুম! বানানাম এত কষ্ট করে অনে তিনি খাবেন না। আলবাট খাবেন।

সফিকের কাঙ কারিখানা দেখে আমি স্তুতি। জ্যোতির্যাগ অবশ্যি খড়ম ঘটি ঘটি করে ঘটে এলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন, চা কোথায়? প্রয়োক থু। এতেও ইদুর মারা বিষ।

সফিক মে কথার উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চূল চাপ খেতে শান্ত হয়ে বলল,

একটা গুঁ বশুন নিশানাথ বাবু।

জ্যোতির্যাগ চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন,

কি হয়েছে তোমার?

ফিছু হয় নাই।

না বল কি হয়েছে!

সফিক ক্রান্ত স্বরে বলল,

একটা দুঃখ দেখেছি। দেখলাম আমার ছোট বোন অনু মনে পড়ে আছে। সাত আটটা কাক তার পাশে বসে আছে।

নিশানাথ গঞ্জীর হয়ে বললেন,

শেষ প্রহরের শ্বেত। তার উপর এখন শুক্র পক্ষ—শ্বেতের কোনই মানে নাই।

নাক ডাকিয়ে ঘুমাও।

একেবারে যে মানে নাই তা না নিশানাথ বাবু। অনুর হাসবেন্টটা আঁকেকটা দিয়ে করছে। সোমবার তিথি পেয়েছি। মনটা বড় অঙ্গুর। সঙ্গ্যাবেলা আপনার সঙ্গে

থার্যাল ব্যবহার করেছি, কিন্তু মনে করবেন না। আমার মাথা ঠিক নাই। মিশানাৰ বাবু কিন্তু বললেন না। তা শেষ করে নিঃশব্দে চলে গেগেন। আমি তয়াই ছিলাম, ঘূম আসছিল না। সফিক জোগে রাইল অনেকক্ষণ।

এই সফিক কি যে ক্যাবলা ছিল। একা একা ঝুলে আসতে ভয় পেত বলে বোজ তাৰ বাবা ঝুলে দিয়ে যেতেন। ডিফিনেৱ সময় আমৰা সবাই যখন ছুটাছুটি করে কুমীৰ কুমীৰ খেলি, তখন সে ক্লাস চোখে জানালা দিয়ে তাকিয়ো থাকে। অংক স্যার একদিন রেগে গিয়ে বললেন,

সবাই খেলছে আৱ তুই বসে আছিস! রহমান যাতো তুৱ কান মলে দে।

রহমান আমাদেৱ ক্লাস ক্যাপ্টেন। সে গিয়ে তান চেপে ধৰতেই সফিকেৱ মিঃশব্দ কান্দা। আমৰা হেসে বাচিনা। একদিন সফিকেৱ বাসায় গিয়ে দেখি তাৰ মা ভাত মেখে থাইয়ে দিছেন। ক্লাস কোৱে পড়ে ছেলে, মায়েৱ হাত ছাড়া খেতে পাৱে না। কি কাণ্ড কি কাণ্ড!

আমাৰ ঘূম ভাঙলো বুব সকালে। বাইজো গসে দেখি একটি লোক হাত পেট পড়ে উঠ বস কৰছে। আমাকে দেখে সে মনে হল একটু লজ্জা পেল। ইতন্তত করে বলল,

সফিক সাহেবেৰ বক্সু আপনি?

কি।

আমি আজীজ। হেলে চাকৰী কৰি। শ্ৰীৱটা ঠিক রাখতে হয় ভাই। যা খাটনি।

আমি কিন্তু বশলাম না। আজীজ সাহেব পায়েৱ ঘাম মুছতে মুছতে বললেন,

আপনাৰ মত ব্ৰোগা পটকা হলে এত দিনে যাঞ্চা হয়ে যাবে যেতাম। শ্ৰীজেৱ জন্মে টিকে আছি। খুয়াগন বুকিৎ-এৱে চাকৰী যে কৰে সেই জানে।

আমি লক্ষ্য কৰে দেখায় লোকটিৱ স্বাস্থ্য সত্তি তাল। সচৰাচৰ এমন চোখে পড়ে না। আমি হাসি মুখে বললাম,

বেশ স্বাস্থ্য আপনায়।

আৱ স্বাস্থ্য। খাওয়া জুটাতে পাৰি না ভাই। তন্তু তিজা ছোলা খেয়ে কি স্বাস্থ্য হয়? সাৱাক্ষণ কিন্দে লেগে থাকে। আসুলাম পালোয়ান সকাল বেলা দশটা তিম আৱ এক সেৱ গোল্পেৱ কিমা খায়। এই সব জিনিস পাব কোথায় বলেন?

আজীজ সাহেব আমাকে জোৱ কৰে টেনে নিয়ে গেলেন বেলেৱ সবৰত খাওয়াৰ জন্মে। এতে নাকি পেট ঠাণ্ডা থাকে। আজীজ সাহেবেৰ ঘৱাটি বেশ বড়। তিনি এবং কৱিম সাহেব দু'জনে মিলে থাকেন। কৱিম সাহেব লোকটি কংকালসাৱ। মাথায় কোন চুল নেই। কিন্তু মুখ ভৰ্তি প্ৰকাণ্ড গৌৰ।

କରିଯ ସାହେବ ଇନି ସଫିକ ଭାବୀର ବନ୍ଦୁ, ଏଥାମେ ଥାକବେନ ।

କରିଯ ସାହେବ ହଁ ନା କିଛୁଇ ବଲାଲେନ ନା । ଖାନିକାଙ୍କଣ ଗଢ଼ୀର ହୟେ ଥେବେ
ନିତେ ନେମେ ଗେଲେନ । ତୁମୁଳ ଶୁଗଡ଼ା ଅରୁ ହୟେ ଗେଲ ତାର ପରାଇ । କରିଯ ସାହେବ ବୀଶିର
ହତ ଟିକନ ଗଲାଯ ଚିକାର କରଛେ,

ଏହ ବଡ଼ ବାଲାଟିଟା ଚୋଖେ ପରଲନା ?

ବାଲାଟିର ମଧ୍ୟେ ନାମ ଲେଖା ଆହେ, ଯେ ଦେଖିଲେଇ ଚିନନ ?

ଟେରା ଟେରା କଥା ବଲାଲେନ ନା ।

ଟେରା କଥା କେ ବଲେ, ଆମି ନା ଆପନି ?

ହାତ ଛୋଟ ଲୋକେର ଆଜଡା ହୟେଛେ ।

ମୁଖ ସାମଳେ କଥା ବଲବେନ ସାହେବ ।

ଏବଜନ ଅତି ବୃକ୍ଷ ଶୋକ ଦେଖିଲାମ, କି ବଲେ ଯେନ ଦୁ'ଜନକେଇ ଥାମାତେ ଚେଷ୍ଟା
କରଛେନ । ଆଜିଙ୍କ ସାହେବ ବଲାଲେନ,

ଉନି ନବୀ ସାହେବ । ଗାର୍ଜିସ ଝୁଲେର ଏୟାମିସଟେଟ ହେଡ ମାଟ୍ରିଆ ଛିଲେନ । ଯିଟାଯାର
କରେଛେନ । ଅବରୁଟା ଦେଖେଛେନ ? ଯାତେ ଚୋଖେ ଏକେବାଟାଇ ଦେଖିତେ ପାନ ନା । ହାତ ଧରେ
ବାଧରମେ ନିତେ ହୈ ।

ଉନି ନାକି ଘର ଛେଡ଼େ ଦିଲେନ, ସଫିକ ବଲନ ।

ଆଜିଙ୍କ ସାହେବ ଗଲା ନିଚୁ କାରେ ବଲାଲେନ,

ପାଗଳ ହୟୋଛେନ, ଶିକ୍କୁ ଗଜିଯେ ଗେହେ । ଏହି ଘର ଛେଡ଼େ ଯାବେନ ନା କୋଥାଓ ।
ଦୂଇ ମେଯେ ଥାକେ ଡାକ୍ୟା-ଜ୍ଞାମାଇରା ବଡ଼ ଚାକୁଡ଼ା, ତାରା ମେଦାର ଚେଷ୍ଟା କମ କରେ ନାହିଁ,
ନିଜେର ଚୋଖେ ଲେଖା । ଛୋଟ ମେଯୋଟାର ବକ୍ତ କାଳା କାଟି” ।

ନବୀ ସାହେବ ଅଗ୍ରାଟା ଥାମିଯେ ଫେଲାଲେନ । ତାରପର ନିଚୁ ଗଲାଯ ଡାକତେ
ଲାଗାଲେନ, ‘ଏଇ କାନ୍ଦେର ! ଏଇକାନ୍ଦେର !’ କାନ୍ଦେର ଏହି ମୋଦେର ବାବୁଟି ଟାବୁଟି ହବେ । ସେ
ଏମେ ହାତ ଧନ୍ତର ତୀକେ ଉପରେ ନିଯା ଏହ । ଆଜିଙ୍କ ସାହେବ ଫିସ ଫିସ କରେ ବଲାଲେନ,

ବୁଢ଼ାର ଦିନ ଶେଷ ହୈଁ ଆସିଛେ । ହୀପାନି ଆହେ, ଡାକ୍ୟାବେଟିସ ଆହେ, ପାରାରାତ ଏକ
ବକ କରେ କାଶେ । କିମ୍ବୁ ତେଜ କି— ମେଯେର ବାଢ଼ୀଟି ଗିଯେ ଥାକବେନା । ଏତ ତେଜ
ଭାଲ ନା ରେ ଭାଇ । ଏଥିନ ଆରାମ ନେଯାଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ, କି ବଲେନ ?

ତାତୋ ଟିକଇଁ ।

ବୁଢ଼ା ହଲେ ବୁଦ୍ଧିତକି କିଛୁ ଥାକେନା ।

ସଫିକ ମୂମ ଥେକେ ଉଠେ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟ । ହାସି ଦୁଶୀ ଭାବଭାବି । ତା ଥେବେ ଥେବେ
ବଲଲ,

ତୋର କୋନ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଟିଉଶନି ଠିକ କରେ ରୋଥେଛି । ସଜ୍ଜା ଶୀଘ ଦିନ
ଯାବି । ଚୋଖ ବକ୍ତ କରେ କଲେଜେ ଭାବି ହୈଁ ଥା । ଶ'ଚାରୋକ ଟାକାଓ ଜମିଯୋଛି । ଅସୁଦିଧା
ହବେ ନା । ତା ଛାଡ଼ା ଆରୋକଟା ବୁଦ୍ଧି ବେର କରେଛି ।

କି ବୁଦ୍ଧି ?

ফুটির দিনে কাটা কাপড়ের ব্যবসা করব। তুইও থাকবি।

সেটা কি রকম ব্যবসা!

সন্তা দরে দোকান থেকে কাটা কাপড়ের পিস কিনে ফুটপাতে দৌড়িয়ে বিক্রি করব। লাভের ব্যবসা। লালু সব ঠিক ঠাক করে দিবে।

লালু কে?

কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে। ধূরঙ্গর লোক। আমাকে খুব খাতির করে।

আমি হালি মুখে বললাম,

তুই বললে সেছিস খুব।

সফিক ঘর ফাটিয়ে হা হা করে হাসতে লাগলো।

বদলাবনাতো কি? তুই ও বদলাবি। দু'বেলা না থেও থাকলেই সব উলট পালট হয়ে যায় দুঃখ। একদিন তো রাত্তায় সূচি বিক্রি করলাম। মজার ব্যাপার খুব।

সফিক সিগারেট ধরিয়ে ফুস ফুস করে টানতে লাগলো। ওর আগের সেই সুন্দর চেহারা আর নেই। তোখের নিচে কালি পড়েছে, গালের চোয়ালে উচু হয়ে সমস্ত চেহারাটাই কেমন যেন রুক্ষ হয়ে পড়েছে। সফিক হাসি মুখে বললো,

সূচি বিক্রির পঞ্চাটা শোন। একেবারে মরণ দশা কথন। ঢাকরী ঢাকরী কিছুই নেই। হাতে জমানো টাকা পয়সা যা ছিল সব শেষ। পুরা একটা দিন উপোস। দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ কীদলাম। সন্ধ্যাবেলা বেরিয়েছি রাত্তায়। এত্তি সময় এক লোক এসে বললো,

সূচি নিবেন তাই? ছফটা চাইয়ে আলা। আমি অবাক হয়ে বললাম,

সূচি বিক্রি করে চলে তোমার? সেই লোক আমতা আমতা করে 'না সার চলে কই! থরে চারজন থামেওয়ালা।' সেই রাত্রেই শুরু হল আমার সুইচের ব্যবসা। মূলধন যোগাড় করলাম জ্যোতির্বাণবের কাছ থেকে। খুব লাভের ব্যবসা। পাঁচ টাকার সুইচ দশটাকা লাভ।

লজ্জা লাগত না তোর?

না লজ্জা লাগবে কেন?

পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হয় নাই।

বেশি দিন সূচি বিক্রি করলে হয়তো হত। বেশি দিন করি নাই। তবে আমাদের ঝাসের একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল একদিন। পেছন থেকে চিনতে পারিনি। যথারীতি বলেছি, 'আপা সূচি নেবেন, সন্তা করে নিছি।' মেয়েটি খাড় ঘূরিয়ে আমাকে দেখে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না। শেষটায় বলল, 'কাল সন্ধ্যায় একবার আমার বাসায় আসবেন। আসেন না। ঠিকানা রাখেন। আসবেন কিম্বু।'

গিয়েছিলি?

গেলাব। রাত্তায় আসাদের মত বাড়ী। দেখলেই বুকের মধ্যে হ হ করে। মেয়েটিকে দেখে কে বলবে ভদের এত পয়সা। দারুণ মন খারাপ হয়ে গেল।

মেয়েটি সেই রাত্রেই কম্পোজিটারের একটা চাকরী যোগাড় করে দিল। প্রেসের মালিককে কি বলেছিল কে জানে, যাওয়া যাত্র এক মানের অভঙ্গ বেতন।

মেয়েটাতো খুব ভাল।

হ্যাঁ ভাল মেয়ে। তোকে একদিন নিয়ে যাব।

সফিককে নিয়ে সেই দিনই কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। কলেজের প্রিপিয়াল গার্লীর মুখে বললেন,

তিনি বছর সম দিয়েছে সেখানি। এই তিনি বৎসর করেছে কি?

কান টান শাল হয়ে গেল আমার। নিজের অভাব অনটিনের কথা আমি নিজে মুখ ফুটে কখনো বলতে পারিনা।

পূর্ণানো বাইয়ের দোকান থেকে কিছু বইপত্র যোগাড় করলাম। যে বাড়ীতে প্রাইভেট টিউশনি যোগাড় হয়েছে সে বাড়ীতেও সফিক আমাকে নিয়ে গেল। নয় দশ বছরের একটি মেয়ে আর ক্লাস ওয়ানের একটি ছেলেকে পড়াতে হবে। এন্দেশ মা নেই। বাবা ব্যক্তিগত মধ্যে সময় করতে পারেন না। তন্মূলেক বললেন, ‘দুটিই ভীষণ শয়তান, অঙ্গির হয়ে পড়েছি আমি। দেখেন তাই যদি কিছু করতে পারেন।’ বাচ্চা দু’টিকে ভালো লাগলো। ছোটটি দেখি একটি প্লেনসিল নিয়ে বোনকে খোচা দেয়ার চেষ্টা করছে। বড়টির মুখের ভাব এরকম যে এই সব হেলেমানুষী ব্যাপার দেখে সে বড়ই নিরসন। বাচ্চা দুটির খুব মায়া কাঢ়া চেহারা।

পাত্র নিবাসে ফিরে এলাম অনেক রাতে। জোড়ির্বাণবের ঘরে প্রদীপ ছিলছে, তাঁর মোটা গঁজির গলা শোনা যাচ্ছে, ‘আপনার রবির ক্ষেত্রে ত্রিশূল চিহ্ন আছে। অতি শুভ লক্ষ্যন। হাজারে একটা পাত্রয়া যায়ন। তবে মঙ্গলের ক্ষেত্রে ভাল না। এই কৃপিত হয়েছেন।’

আজীজ সাহেবের ঘরে হৈ হৈ করে তাস খেলা হচ্ছে। তীক্ষ্ণ গলায় কে মেন চোটাচ্ছে, ‘এটা নো ট্রাম্পের কল? মাথার মধ্যে কিছু আছে আপনার? গোবর পুরা মাথায় অফিসের কাজকর্ম করেন কি তাবে?’

বায়ান্দায় পাঠি পেতে লাগ হয়ে শুয়ে আছেন করিম সাহেব। কাদের ভার পায়ে তেল মাখাচ্ছে। আরামে চোখ ছোট হয়ে আসছে করিম সাহেবের। আমাদের দেখে টেনে টেনে বললেন, ‘তেল মালিশের মত উপকারী কিছু নাই। দুইটাই চিকিৎসা আছে, ‘জল চিকিৎসা আর তেল চিকিৎসা।’

পাত্র নিবাসে আমার ঝীবন শুরু হল। ১১ই মার্চ উনিশশো পঞ্চাশটি সন।

॥ তিন ॥

বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে।

বাবা এবং মা দু'জনেই দু'টি পৃথক খামে চিঠি দিয়েছেন। বাবার চিঠি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সে চিঠিতে নিজের ছেলে মেয়ের কথা কিছুই নেই। টেশন যাস্তুর এবং পোষ্ট মাস্টারের কথা বিশেষভাবে লেখা। বাবা লিখেছেন,

বেহালার দাম কত তা নিশ্চয়ই বৌজ নিয়াছ। ভাল
করিয়া অনুসন্ধান করিবে এবং রেজিস্টারী চিঠি দিয়া
আমাকে জানাইবে। এদিকের ঘবর ভাল তবে টেশন
মাস্টার সাহেবের বড় বিপদ। তাঁর চাকরী নিয়া ঝামেলা
হইতেছে। হেড অফিস হইতে ইনপ্রেকশন হইবে। বড়
উদ্বিগ্ন আছি। আমাদের পোষ্টমাস্টার সাহেবের মেজে
মেয়ের বিবাহের দিন ধার্য হইয়াছে। ছেলে কাষিমসে
চাকরী করে। তিনশত প'চাওর টাকা বেতন। পনরই
ফালুন ইনসান্ত্বাহ বিবাহ, দেনা-পানো নিয়ে ছেলের
এক মামার সহিত কিঞ্চিৎ মনো-মালিনী হইয়াছে।
মামাটি অতি অভদ্র। সাক্ষাতে সমস্ত বলিব।

মায়ের চিঠিটাও ছেটি। আমার পড়াশুনা নিয়ে উদ্বেগ। স্বাস্থ্য ক্ষেমন আছে।
ঘোনকার খাওয়া দাওয়া ক্ষেমন, এইসব। কিন্তু শ্বেতের দিকে লিখেছেন,
তোমার বাবার স্বাস্থ্য বিশেষ ভালনা। খাওয়া দাওয়ায়
ইদানীং যুব অনিয়ম করেন। আমার সন্দেহ হয় তাহার
অর অর মাগার দোষ দেখা দিয়াছে। পরে বিস্তারিত
লিখিব।

চিঠি পড়ে কুব মন বারাপ হঠে গেল। মা নিশ্চয়ই অনেক কিছু গোপন
করেছেন। কুব অঙ্গুর লাগলো। সফিকের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু সে
সামনে রাত এগাড়োটার দিকে। বারাদ্বায় চেয়ার টেনে চুপচাপ বলে রাইশাম। চার
পাঁচ মাসে বাবার এমন কি হতে পারে যাতে মা তেবে বসেছেন বাবার মাথার
দোষ হয়েছে। তা ছাড়া সংসার চলছে কি ভাবে সেই প্রসঙ্গেও কেউ কিছু লিখেন
নাই। জমির আয় অতি সামান্য। মামারা মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।
এখনো করছেন কিনা কে জানে? পারদলের কুলের বেতন দেয়া হয়েছে কি? না
নাম কাটিয়ে বাড়ীতে বসে আছে। কিছু দিন আগে পারদলের চিঠি পেয়েছি সেখানে
এসব কিছুই লেখা নাই। বাড়ীর জন্য বড় মন কীদতে লাগলো।

জ্যোতির্বাণবের কাছে একটু যে বসব সে উপায় নেই। তীব্র নাফি আবার কি এক মৌনত্বাত শুন হয়েছে। এক সঙ্গে কাজো সঙ্গে কথা বলবেন না। হাত দেখাতে যারা আসছে তাদের ফিলিয়ো দেয়া হচ্ছে। সফিক মৌনত্বাতের প্রথম দিন চেচিয়ে বলেছে,

গুরু ভড়ু, রোজগার পাতি নাই কিনা তাই একটা নতুন ফিলিয়ে করেছে।

এর উত্তর জ্যোতির্বাণব প্রেটে বড় বড় করে লিখেছেন, মৌনত্বাত অবস্থায় আমাকে রাণাইও না।

সেই প্রেট ক্ষেত্রে এসেছেন সফিকেন বিহুনায়। সফিক তেলে মেঘে অধিবা। তার এরকম রাগের অর্থও ঠিক বুঝতে পারি না। রোজগার বাড়াবার ফন্সিই যদি হয় তাতে ক্ষতি কি? ফন্সি ফিলিয়ে সবাই করো। তা এমনিতেও তার খুব তিয়াকি মেজাজ হয়েছে। কোন কারণ ছাড়াই রেগে উঠে। করিম সাহেবের সঙ্গে অকারণে একটা ঘণ্টা করুল। করিম সাহেব রেজিকার মত সন্ধ্যা বেলা গায়ে তেল মাখাচ্ছিলেন। সাফিক গাঞ্জীর হয়ে বলল,

এই কৃৎসিত অভ্যাসটা ছাড়েন দেখি।

আপনারাত্মে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

ঘরের সামনে একটা লোক নেঁটো হয়ে তেল মাখায়—এটা সহ্য করা যায়না।

আমি নেঁটো হয়ে তেল মাখাই। আমি?

তুমুল হৈ চৈ বৈধে গেল। নবী সাহেব এসে থামালেন।

সফিকের প্রেসের চাকরিটা নাই। কি নিয়ে গোলামাল করেছে কে আনে? শাশুর সঙ্গে কাটা কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছে। সারাদিন ঘোনে নৌড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকৃত করে। সকার পর যার বয়কদের কি একটা ঝুলে। এই চাকরিটি সে কি করে যেন ধী করে যোগাড় করে ফেলেছে। মিউনিসিপালিটি থেকে মাসে তাকে একশ টাকা করে যাতায়াত খরচ দেয়। এর বিনিময়ে বজির শোকদের সে বর্ণ পরিচয় পেড়ায়। এই চাকরিতে সে খুব সন্তুষ্ট। হাসি মুখে আমাকে বলে,

সব গুরু পাঞ্জাদের সঙ্গে থাতির হয়ে গেছে বো। অনেকেই আমার ছাত্র কিনা। খুব মানে। দেখবি ওদের নিয়ে 'নিউ প্রেসের' মালিককে রাম খোলাই দিব একদিন। অন্ন আমাদের রশীদ মিয়াকেও।

রশীদ মিয়া আবার কি করেছে?

হস্ত বড় চোর। দেখনা কি করি শালাকে।

আমার মনে হয় সফিকের কোন একটা অসুখ করেছে। রাতে তার ভাল ঘুম হয়না— ছটু ফটু করে। প্রায়ই দেখা যায় অক্ষকার ঘরে টোক কুলিতে চা করছে।

ରାତ୍ରେର ବେଳା ତାର ଚା ଯାଉଯାଇ ମନୀ ନିଶାନାଥ ବାବୁ। ଦୂଜନେ ଚୁକ୍ତ କରେ ଅଛକାରେ ଚା ଯାଏ-ଆବାର ଆଗଢ଼ାଓ କରୋ।

ଆମି ପ୍ରାଣପଣ ଚୋଟା କରି ପଡ଼ାନ୍ତିବା କରନ୍ତେ। କିମ୍ବୁ କିମ୍ବୁତେଇ ମନ ବସେନା। କ୍ଲାସେ ବଜ୍ଞ ଘୂମ ପାର୍ଯ୍ୟା। ପ୍ରଫେସରଙ୍ଗା ଏକ ହୈଂଗ୍ରେ ସୁତ୍ର କି ବଲେନ ତୌରାଇ ଜାନେନ। ଏକେକ ସମୟ ଏହନ ନିର୍ବୋଧ ମନେ ହ୍ୟା ତାଦେର। କ୍ଲାସ ଫୌକି ଦିଯେ ପ୍ରାଯାଇ ଚଲେ ଯାଇ ମନରଘାଟି। ଶକ୍ତ ଟାରିନାଲେର କାହେ ସହିକ ଲାଭୁକେ ନିଯେ କାଟା କାପାଭୁ ବିକ୍ରି କରୋ। ଆଯାଗାଟା ନାକି ତାଳ। ଘରେ ଫେରା ମାନୁଷ୍ୟର ବେଳି ଦରନାମ କରେନା। ଝଟପଟ କିମେ ଫେନେ। ଆମାକେ ଦେଖଲେଇ ସହିକ ବିରକ୍ତ ହ୍ୟା। ଗଢ଼ୀର ହଜେ ବଲେ, ‘କ୍ଲାସ ଫୌକି ଦିଯେ ଆସନି? ମୁଣିବତ ଦେଖି ।’ କ୍ଲାସେ ଯେତେ ସତି ଆମାର ତାଳ ଲାଗେନା। କାଲେଜେଜୋ ଛେଲେଗୁଣିକେ ଆପନ ମନେ ହ୍ୟାନା କଥନୋ। ଅନେକ ବେଳି ଭାଲ ଲାଗେ ପାଦ୍ମନିବାସେର ଲୋକଙ୍କନଦେର। ଏଦେର ସାଥେ ଆମାର ପରିଚାଯ ଅଭିନିନେର-ତୁ ମନେ ହ୍ୟା ହେଲ କଣ କାଳେର ତେବେ। ସିରାଜ ସାହେବେର କଥାଇ ଧରା ଯାକ। ବ୍ୟାଲେ ଆମାର ତେବେ ଦଶ ବାବ୍ଦୀ ବ୍ୟସରେର ବାଢ଼। କିମ୍ବୁ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଏହନ ତାବେ କଥା-ବଲେନ, ଯେବେ ଆମି ତୌର ଦୀର୍ଘ ଦିନେର ବନ୍ଦୁ । ପୀତିଶେର ମତ ବ୍ୟାଲେ ହୋଇଛେ। ବିତ୍ତା କରାଇବି ମାତ୍ର ଗତ ବ୍ୟସର। ବିଯେର ପ୍ରସତ ଉଠିଲେଇ ଲାଭୁକ ଭକ୍ଷିତେ ବଲେନ,

ତୁ ପାଦ୍ମନାର ଅଭାବେ ଦେଖି କରିଲାମ। କିମ୍ବୁ ବାଢ଼ ବେଳି ଦେଖି କରେ ଫେଲେଛି। ବଟଟାର ବ୍ୟାଲେ ଅଭାବେ ତାଇ। ମନେ ମନେ ବୋଧହତ କହି ପାଯ-ବୁଡ୍ରୋ ହାମବେଳ।

ସିରାଜ ସାହେବ ପ୍ରତି ଶନିବାରେ ଦେଖେ ଯାନ। ସୋମବାର ସକାଳେ ଏଦେ ଅଛିସ ଥରେନ। ଶକ୍ତବାର ବିକାଳେ ତୌର ସଙ୍ଗେ ବାଜାରେ ଯେତେ ହ୍ୟା ଆମାକେ। ମୁଣିନାଟି କଣ କି ହେ ଦରନାମ କରେନ। ମୁଖେ କପଟ ବିରକ୍ତିର ରୋଥା।

ବୁଝାଲେନ ତାଇ ବିଯେ କରାର ଯଜ୍ଞଗା। ବାଜାରେ ଘୁରିଲେ ତାଳ ଲାଗେ ବଲେନ ଦେଖିଃ ପତନାର ଯେ ନିଯେ ଗେଲାମ ଲାଲ କିନ୍ତା? ପଛନ ହ୍ୟା ନାହିଁ। ରଙ୍ଗଟା ନାକି କଟା। ହେଯେଦେର ମନେର ଠିକ ପାଦ୍ମଯା ମୁଶକିଳ ହେ ତାଇ।

ସିରାଜ ସାହେବେର ବୌଦ୍ଧିର ଆବାର ଗରେର ବହି ପଡ଼ାର ନେଶା। ଯାଏବେ ମାଦ୍ରେଇ ବହି ନିଯେ ଯାଉଯାର ଫରମାପ ଥାକେ। ବହିରେ ଦୋକାଳ ଘୁରିଲେ ଘୁରିଲେ ଘାମ ବେରିଲେ ଯାଏ ଆମାର, ବହି ଆର ସିରାଜ ସାହେବେର ପଚଳନ ହ୍ୟା ନା। ଯେ ବହି ଦେଖାନୋ ହ୍ୟା, ସିରାଜ ସାହେବ ଯାଢ଼ ନାହେନ-‘ଡ଼ି’ ମଳାଟେ ଏହିଟା ପାଖିର ଛୁବି ନାକି! ଏହି ଦେଇ ତାଳ ହବେ କୀ କରେ ତାଇ! ଏକଟା ଟ୍ୟାଜିକ ବହି ଦେଖାନ ନା।’

ଏହନ ସବ ଅନୁତ ଅନୁତ ଜିନିସ କେନାର କଥା ମନେ ହ୍ୟା ସିରାଜ ସାହେବେ। ଏକବାର ବିଲବେନ ସନ୍ଦେଶ ତୈରୀର ଛୀଚ। ମନରଘାଟି ଆର ନିଉ ମାକେଟି ଚବେ ଫେଲିଲାମ ମୁଜନେ—କୋଥାଓ ପାଦ୍ମଯା ଯାଏ ନା। ସିରାଜ ସାହେବେର ମୁଖ ଭକ୍ତିର ପାଂତେ।

খুব কঠো বলে দিয়েছে নিতে। সব হয়েছে একটা, ছেলেমানুষতো। শেষ পর্যন্ত চক বাজাতে পাওয়া গেলো। সিরাজ সাহেবের গাল ভর্তি হানি দেন শুশ্রাব পেতেছেন।

রাতে টিউশনি থেকে ফিরার পর সিরাজ সাহেব একবার আসবেনই আমার ঘরে। হাসি মুখে বলবেন, 'বারান্দায় হাত্তায়ির মধ্যে খানিকক্ষণ বসবেন নাকি রঞ্জ তাই? গড়াতনার ক্ষতি হলে থাক।'

আমি রোজই পিয়ে বানি। এ কথা সে কথার পর সিরাজ সাহেব এক সদয় বৌদের কথা এনে দেলেন।

কোয়াটির পেলে নিয়ে আসতে হবে। ছেলেমানুষ, একা একা থাকতে পারে বলেন দেখি। তার উপর তার আবার ভূতের ভয়।

শিগগীরই পাবেন কোয়াটির?

অফিসার গ্রেডে গেলেই পাব। সুন্দর কোয়াটির। বেড রুম দুইটা। বারান্দা আছে। ফুলের টিকে রাখা যায়। আপনার ভাবীর আবার গাছের শব্দ।

তাই নাকি?

আর দলেন কেন। গাছের নামে অভ্যাস। এইবার হ্যাম হয়েছে রঞ্জনী গঢ়ায় চারা নিতে হবে। বিয়ে করার যে কি আহেলা, বিয়ে না করলে বুঝবেন না।

সিরাজ সাহেব কপটি বিরক্তিতে মুখ অঙ্কনার করতে চেষ্টা করেন। বারান্দার আবহাও অঙ্ককাঠেও কিন্তু তার হাসিমুখ চাকা পড়েনা। বড় ভালো লাগে আমার।

একবার ভাবীকে দেখতে যাব আমি আপনার সঙ্গে।

অবশ্যই অবশ্যই। এই শিশিবারেই চলেন। কি যে খুশী হবে। না দেখলে বিশাস করবেন না। তব কাছে আপন পর কিন্তু নাই— সবাই আপন। যেতে হবে কিন্তু তাই, ছাড়বনা আমি।

শিশিবারে কিন্তু সিরাজ সাহেব যেতে পারলেন না। অফিসের কাজ পরে গেল হঠাৎ কঠো। মুখ কালো কঠো ঘূরতে শাগলেন। রাতে খেতে পারলেন না। মোটেই নাকি কিধে নেই। গোববার ভোরে দেখি তার চোখ বসে গেছে। মিশেহারা তার। সারারাত নাকি ঘূর হয়নি। খুব আজে বাজে ঝুপ দেখেছেন,

দেখেছেন হেন একটা মস্ত বড় সাপ রেখাকে ছোবল দিছে। মনটা বড় অধির তাই। চলেন দেখি নিশানাথের কাছে যাই।

নিশানাথ গঁটীর মুখে শনলেন সব কিছু। তাঁর ভাব দেখে মনে করসা পাওয়া যায়না। কিন্তু কথা বললেন খুব নরম গলায়,

মুচিস্তান্ত্র মনতো—তাই এই সব দেখেছেন। এই সব কিছু না। শিশিবারতো এলো বলে। বড় সাহেবকে বলে এইবার একদিন বেশি থেকে আসবেন।

କିନ୍ତୁ ପତେର ଶନିବାରେ ସିରାଜ ସାହେବକେ ଅଫିସେର କାଜେ ଖୁଲନା ଚଳେ ଯେତେ
ହଲା। ସୋମବାର ସଞ୍ଚାଯ କିମ୍ବାଗେନ। ଆମରା ସିରାଜ ସାହେବେର ଦିକେ ତାକାତେ ପାରିନା।
ନବୀ ସାହେବେର ଘର ମାନୁଷ ପର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍‌ଧିର ହେଁ ବଲାଶେନ,

ଦେଶେ ଏକଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ କରେ ନାଓ। ତିନ୍ତା କରବେତୋ।

ସିରାଜ ସାହେବ ଦାଶନିକେର ଘର ମୂଳ କଣେ ବଲାଶେନ,
ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆର କରେ କି ହବେ?

ପାହୁ ନିବାସେର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବୁନ ଏକ ଘେରେ ବଲେଇ ମୋଖ ହ୍ୟ। ସୋମବାର ତୋରେ
ଆମାଦେର ବିଷ୍ଟେର ସୀମା ରହିଲ ନା। ସବାଇ ଅବାକ ହେଁ ଦେଖିଲାମ କିମ୍ବା ବେକେ
ଏକଟି ଫୁଟ ଫୁଟେ ମେଧେ ନାମହେ। ଏହି ମାତା କାହା ଚେହରା। ହଲୁନ ରଙ୍ଗେ ଏକଟି
ଶାଢୀତେ ଦାରୁଳ ମାନିଯେଛେ। ଯଦିଓ କେଉ ଆମାକେ କିନ୍ତୁ ବଲେନି ତଥୁ ବୁଝିଲାମ ଏହି
ମେଧେଟିଇ ସିରାଜ ସାହେବେର ବୌ। ଏକଟା ହଲୁହଲୁ ପଢ଼େ ଗେଲ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ।
ନିଶାନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାର ସିରାଜ ସାହେବକେ ତାଇ ବଲେ ତାନେନ। ତିନି ଅବଶୀଳାଯ
ବଲାତେ ଲାଗଲେନ,

ଏହୋ ମା ଏହୋ। ଆମବେ ସିରାଜ। ଯାବେ କୋଥାଯା? ଅଫିସେର କାଜେ ଆଟିକା
ପଡ଼େ ଯେତେ ପାରେନି। ଆଜିଓ ସକାଳ ସକାଳ ଚଳେ ଗେହେ। ଏକୁଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦେ ଲୋକ
ଯାବେ।

ସିରାଜ ସାହେବେର ବୌଟି ଅର ସମୟେର ମଧ୍ୟେ ସହଜ ହେଁ ଗେଲ। ନିଶାନାଥ ବାନୁ
ଏବଂ ନବୀ ସାହେବ ଦୂଜନକେଇ ମେ ଏହି ସୁରେ ଚାଚାଜାନ ଭାକତେ ଲାଗଲୋ ଯେନ ବହ ଦିନ
ପର ହରାନୋ ଚାଚା କିମ୍ବା ପେଯେଛେ। ନବୀ ସାହେବ ଦୂରାର ରାଜାଯତେ ପିଯେ ତନାରକ
କରଲେନ ନଷ୍ଟାପାନି କି ଦେଯା ହବେ। ସଫିକ ଚଳେ ଗେଲ ସିରାଜ ସାହେବେର ଅଫିସେ।
କରିଯି ସାହେବ ଗାହୀର ହେଁ ଘୋଷଣା କରଲେନ, ଆଜ ଆର ତିନି ଅଫିସେ ଯାବେନ ନା।
ଦୁଲ୍ପାରେ ଖାଦ୍ୟାରଟା ହେନ ଭାଲ ହ୍ୟ ସେଟୀ ଦେଖା ଶୋଦା କରା ଦରକାର। କାଦେରେର ଉପର
ଭରସା କରା ଯାଯା ନା। ମେଧେଟି ମନେ ହଲ ଅଭିଭୂତ ହେଁ ପଢ଼େଛେ। ମେ କଥନୋ ଭାବେନି
ଏହି ଏକଟା ସମାଦର ତାର ଜନେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଆହେ। ସବାର ସହେ ମେ ଏହି ତାର
କରାତେ ଲାଗଲୋ ଯେନ ମେହି ପାହୁ ନିବାସେ ଦୀଘଦିନ ଧରେ ଆହେ। ଏଥାନକାର ସମାଇ ତାର
ଚନ୍ଦା।

ସଫିକ ସିରାଜ ସାହେବକେ ସହେ କରେ ଏଗାଜ୍ରୋଟିର ଦିକେ ଏଲୋ। ସିରାଜ
ସାହେବକେ କିନ୍ତୁ ବଲେନି ମେ। ସିରାଜ ସାହେବେର ମୂଳ ଅକିମ୍ବେ ଏତୁକୁ ହେଁ ଗେହେ।
ତିନି କୌଳା ଗଲାଯ ବଲାଶେନ,

ଆମାର ନାକି ଦୂଃଖ୍ୟାନ ଆହେ।

জ্যোতির্বাগবের দাঢ়ির ফীকে হাসি খেলে গেল। তিনিও যথাসম্ভব গাঁথীর গলায় বললেন,

যান দেখি সাহেব আমার ঘরে। দুইসৎবাদতো আছেই। ঘরে গিয়ে বসেন টাঙ্গা হয়ে, বসছি।

শিরাজ শাহের ঘরে তুকচেই ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে ফেলা হল। জ্যোতির্বাগবের হাতে তালা মজুদ ছিল। তালা শাপিয়ে দেয়া হল দরজায়। আমাদের সমবেত হাসির শব্দে রাঙ্গায় লোক জমে গেল।

রাতের বেলা যেতে গিয়ে দেখি ফিল্টের ব্যবস্থা। এ মাসের বাজারের তার আঙীজ সাহেবের হাতে। তিনি কাউকে না জানিয়ে ফিল্টের ব্যবস্থা করেছেন। বাকি মাস সাবধানে বাজার করে তিনি নাকি সব পুরিয়ে দেবেন।

পাত্তি নিবাসে নিজেদের মূঢ়ি কষ্ট আমরা ভুলে থাকার চেষ্টা করি। তবু একেক বার মন খেলে যেতে চায়। বাড়ীর চিঠি পড়ে আমার আজ বড় কষ্ট হচ্ছে। হাতে একেবারেই টাকা পয়সা নেই। থাকলে আজ রাতেই বাড়ী চলে যেতাম। প্রাইভেট মাস্টারীটা তাল লাগছেন। তদ্বলোক কিষুভেই টাকা দিতে চান না। কেতন দেবার সময় হলৈই অঞ্জন বসনে বলেন,

এই মাসে একটা আহেম্বা আছে—সামনের মাসে নেন।

পরের মাসেও তাঁর হাতে টাকা থাকেন। অর কিছু দিয়ে বলে,

বাকি টাকাটা মিন সাতেক পরে দেয়ে নেবেন।

মিন সাতেক পর টাকা চাইলে যথা বিবরণ হয়ে বলেন,

মাসের মাঝখানে আমি টাকা পাই কোথায় বলেন দেখি? বিচার বিবেচনাতো কিছু আপনার থাকা নয়কার।

পড়াবার সময় কাছে বসে থাকেন। বাক্তা দৃষ্টি এক সময় দুয়ে চুলতে থাকে। আমি উঠতে চাইলেই গাঁথীর হয়ে বলেন,

এখনই উঠবেন কি দশটাতো বাজে নাই। হাতের লেখাটা আর একবার লেখান।

বাক্তাদের উঠিয়ে নিয়ে চোখে পানির আঁটা দিয়ে আবার এনে বসান। মেয়েটি করুণ চোখে তাকত্ত্ব আমার দিকে। বড় হাতা লাগে।

সফিকের সঙ্গে কথা বলে মাস্টারীটা ছেড়ে দিতে হবে। তব সঙ্গে দিলের বেলা কাটা কাপড়ের বাবসা করে রাতে নাইট কলেজে পড়ব। সফিকের যদি লজ্জা না লাগে আমার লাগবে কেন? বাড়ীতে সাহায্য করতে হবে।

আজ আর পড়াতে না গিয়ে সফিকের জন্যে বারান্দায় ঘোড়া পেতে বসে
রইলাম। করিম সাহেব আজও গায়ে তেল মেখে বারান্দায় মাদুরের টেপর কয়ে
আছেন। আমার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন,

নিশানাথের মাধ্যম এক বালকি ঠাঙ্গা পানি ঢাললে দেখবেন, মৌনবৃত্ত
কোথায় গেছে। কর ফর করে কথা বলবে বুঝলেন, এসব ধার্মাবাজি আমার কাছে
চলবেন।

আমি চূপ করে রইলাম। করিম সাহেব বললেন,

আজে ভাই লোক চাড়িয়ে খাই, আমার সঙ্গে চালাকি! মৌনবৃত্তের পাছ্যে
লাধি।

সফিক ফিরল অনেক রাতে। তোখে মুখে দিশেহারা তাব। গায়ে আকাশ
পাতাল ঝুর। জ্যোতির্বাণী তার গায়ে হাত দিয়েই মৌনবৃত্ত তেষ্ঠে ফেললেন,
চৌটিয়ে বললেন,

পানি ঢালতে হবে মাধ্যম। আর ডাক্তার নাগনে একজন।

সফিক চি চি করে বললো,

ডাক্তার নেবিয়েই এসেছি। প্রেশক্রিপশন লিখ দিয়েছে, টাকা খাকলে অযুদ
আনান। আমার কাছে নাই কিছু।

জুর বাঢ়তেই খাকলো। সফিক আরত তোখে নিশানাথের দিকে তাকিয়ে
বললো,

আবু রেখাটা দেখেন দেখি ভাল করে। এত সকাল সকাল মরলে হবে না।
কাজ অনেক বাকী আছে।

নবী সাহেব, আজীজ সাহেব, করিম সাহেব সবাই এসে ভীড় করে দীক্ষাল।
আমি জুতের গতি দেখে স্বাক্ষিত হয়ে গেলাম।

কিন্তু আশ্চর্য শেষ রাতের দিকে ঘাম দিয়েই জুর ছেড়ে গেল। সফিক তাল
মানুষের মত উঠে বসে বললো,

কিন্তু লেগেছে, কি খাওয়া যায় বলেন দেখি নিশানাথ বাবু।

নিশানাথ জ্যোতির্বাণী আমাকে আড়ালে ভেকে নিয়ে ফিস ফিস করে
বললেন,

বড় কামেলা হয়ে গেছে রঞ্জু। তারের চোটে মানত করে ফেলেছিলাম। আজ
রাতে জুর কমলে কাল দুপুরেই কাঙালী তোজন করাব। হাতে পয়সা কড়ি
মোটেই নাই। এদিকে জুরতো দেখি কমেই গেছে। তারা মা বৃক্ষমীরী একি বিপদে
ফেললে আমাকে।

॥ চার ॥

শীতের শুক্রতে বাবা এসে হাজির।

খৌচা খৌচা দাঢ়ি সারামুখে। গায়ে একটা ময়লা কোট। আহু একেবারে
ভেঙে গেছে। চেনা যায়না এমন।

মাঝের চিঠিতে স্বাস্থ্য খারাপ ইত্যার কথা ছিল। কিন্তু তা যে একটা
কজনাও করিনি। নিজের পাতির একটি দীপ পড়ে গিয়ে এমন অনুত্ত দেখাইছে
তাকে।

ও রঞ্জ কেমন আছিস তুই? কতদিন পর দেখলাম।

আমি অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলাম না। বার বার মনে হল বাবার
হাথার দোষটা হয়তো সেন্টে গেছে। না সারলে এতদূরে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এলেন
কি করে। তবু সন্দেহ যায় না। বার বার জিজেস করি,

মাকে বলে এসেছেন তো বাবা? না বলে আসিনিতো?

বাবা পরিকার কোন ডিক্টর দেননা। একবার বলেন,

হ্যাঁ বলেছিতো। আবার বলেন,

বলু কি করে? তোর মা কথা বলে না আমার সঙ্গে। তাত খাওয়ার সময়
আমি সামনে থাকলেও বলে, পারল তোর বাধাকে খেতে বল।

আমি খুটিয়ে খুটিয়ে বাবাকে লক্ষ্য করি। কথাবার্তা দেশ স্বাভাবিক। আমার
পরীক্ষা করে, পড়াশুনা কি রুক্ষ করছি, এই সব খুব অগ্রহ করে জিজেস
করলেন।

রাতে হোটেলে তাত খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। সারাপথ গুরু করতে করতে
চললেন। এখন আর গঁরের ধরন সে রুক্ষ স্বাভাবিক মনে হল না। যেন নিজের
মনেই কথা বলছেন। আমি জিজেস করলাম,

বাড়ির সবাই তাল আছেন বাবা?

বাবা দীর্ঘ নিঃখাস ফেলে বললেন,

হ্যাঁ সবাই তাল। ষ্টেশন মাঠাজোর হোট হেলেটার হপিং কক্ষ হয়েছে।

পারল, পারল কেমন আছে? তাঁর পরীক্ষা করে?

জানিনাতো। তালো আছে নিশ্চয়ই।

আমি অবাক হয়ে বলি,

পারল কেমন আছে জানেন না বাবা? কি বলেছেন এসব?

কি করে জানব, বোকার মত কথা বলিস? পারলের বিয়ে হয়ে গেছেন।

আমি অভিত্ত হয়ে তাকিয়ে থাকি। এসব কি অনহি?

কি বলছেন আপনি? কিসের বিয়ো?

গত প্রকৃত্বার পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে। তোর মাঝ এমন ভ্যাঙ্গর ভ্যাঙ্গর—পুলিশে ঘৰৱ দাও, পুলিশে ঘৰৱ দাও। মেয়ে ছেলেদের বুঁজিতো।

আমি বেশ খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলামনা। ভাবতেও পারছিলামনা কেন তারা আমাকে একটা ঘৰৱ জানানোর প্রয়োজন পাইত্ব মনে করলনা।

ছেলেটা ভাল। বেশ ভাল। পারম্পরাকে নেতৃত্বেনায় নিয়ে গেছে। আমি উদ্দেশে সঙ্গে গৌরীপুর পর্যন্ত গেলাম। আমার চিকিৎসা লাগেনা। ঢেনের চেকারোয়া সবাই আমাকে ঢিনে। খুব খাতির করে।

বাবার কথা বাড়ী তনে ঢোখে পনি এনে গেল আমার। পারম্পরার যত মেয়ে এই করবে? পনের বছর যার বয়স! ‘ঘৰৱ দিলেন না কেন বাবা?’ একটা টেলিঘামতো করতে পারতেন।’ বাবা শক্ত শরে বুললেন,

তোর মা বলল, টেলিঘাম করলে শধু শধু দুঃস্থিতা হবে। আমি চিঠি লিখন। মেয়ে মানুষের এরচে বেশি বুঁজি কি হবে? হলেতো আর মেয়েছেলে গাকতোনা পূর্ণস্থই হয়ে যেত।

মায়ের চিঠি শৌহুরার আগেই পারম্পরার চিঠি এল। নেতৃত্বেনা থেকে শিখেছে। শশা চিঠি। কিন্তু নেওয়াও নিজের বিয়ের কথা কিছু নেই। একবারও লিখেনি যে সে একটা ভুল করে ফেলেছে। তার দীর্ঘ চিঠির মূল বকলবা ইঙ্গে, বাড়ীর অনহা খুব খারাপ। মাদারা টাকা পয়সা দেয়া বক করেছেন। আমি বেশ যে ভাবেই হোক প্রতি মাসে মাকে টাকা পাঠাই। প্রয়োজন হলে কলেজ ছেড়ে দিয়েও যেন একটা চাকরি ঘোপাড় করি। বড় ভাঙ্গর দেখিয়ে যেন অতি অবশ্যি বাবার ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। চিঠির শেষে পুনর্ত দিয়ে লেখা,

দানা দেখবে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। আজকে আমার উপর রাগ হলেও—সেদিন আর রাগ থাকবেনা।

মায়ের চিঠিটি পাঁচ পাতার। ব্যাপারটি কি ভাবে ঘটল তা নিখুঁত ভাবে লেখা। বৃহস্পতিবার সারাদিন পারম্পরার মাকি শয়ে শয়ে কেঁদেছে। মাকে বলেছে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা। প্রকৃত্বার সকালে পরিকার দেখে একটা শাড়ী পরে অঙ্গুকে শুকুর থাটে নিয়ে একটি টাকা দিয়ে বলেছে ইচ্ছেমত খরচ করতে। মা একবার খুব ধৰ্মক দিলেন। পরিকার শাড়ীটা নষ্ট করছে সেই জন্যে। পারম্পরার কিছু বলে নাই। দুপুরে খাওয়ার পর মাকে গিয়ে বলেছে, ‘মা আমার মাধ্যম হাত বুলিয়ে দেবে বড় মাথা ধরোঞ্চ। মা ধৰ্মক দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন। তারপর বিকালে খুব থেকে উঠে দেখেন পারম্পরার ঘরে নেই।————’

সংক্ষিক সব কিছু শনে বললো,
তোর বোনটার ভাঙলে বুদ্ধি আছে দেখি ?
বুদ্ধির কি আছে এরা মধ্যে ?
থিয়ে করে নিজে বেঁচেছে তোদেরও গ্রিফিক দিয়েছে।

পরফগেই সে পারম্পর প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাল দিয়ে উদ্বিগ্ন থেকে বললো, প্রতি মাসে
তোর মাকে টাকা পাঠাতে হবে। এইটি খুবই জরুরী। আমি অবাক হয়ে বললাম,
কোথেকে পাঠাব ? টাকা কেনবাব ? সবাই মিলে একটা চাহের টেল দিয়ে ফেলি
আয়। খৌজ নিয়েছি তাম মাত হবে। ম্যানেজার করে দেব নিশানাথকে।
নিশানাথের দাঢ়ি খৌজ দেবেই দেখবি হড় হড় করে কাটিয়ার আসবে। চা বানিয়ে
কুল পাওয়া যাবে না।

বলে কি সংক্ষিক। নিশানাথ জ্যোতিশাপুর চাতের দোকান দেবে। সংক্ষিককে
দেখে মনে হল তার মাথার প্ল্যান খুব পার্ফেক্ট।

কাটা কাপড়ের বাবস্তু মাঠে দারা গেছে। তাঁত বাওয়ার পাসা নাই লোকে
কাপড় কিনবে কি ?

আমি বললাম,

জ্যোতিশাপুর বুদ্ধি চাতের দোকান খুলবে তোর সাথে ?

না খুল যাবে কেনবাব ? একটা লোক আসেনা তার কাছে। বাটির এমন ধৃপ
কেনার পয়সা নাই।

সংক্ষিক ঘর কীপিয়ে হাসতে শাশলো। যেন খুব একটা হাসির ব্যাপার হয়ে
গেছে।

জ্যোতিশাপুরের এমন দুদিন যাবানি কথনো। সঞ্চয় যা ছিল উড়ে গেছে। শব্দের
টেবিল ফ্যানটি বিক্রি করেছেন করিম সাহেবের কাছে। আমাকে গাঁথীর হয়ে
বললেন,

সাধু সম্মানী মানুষদের জন্যে এই সব কিছু দয়কর নাই। আমাদের কাছে
হিমালয়ের গুহাও যা আবার সাহারা মরসুমিও তা ফ্যানের কোন প্রয়োজন নাই।

মিল চার্জ বাকি গড়ায় গত শনিবার থেকে বাপুয়া বক্স। পরশ মুপুরে তাঁর
ঘরে দুকে দেখি একটা শুকনো পাউরলটি চিবোছেন। আমাকে দেখে দারুণ শজ্জা
পেয়ে গোলেন। কান টান লাজ করে বললেন,

আমিষ বর্জন করলাম রঞ্জু। জ্যোতিশ শাশ্বের মত গৃঢ় বিদ্যার চৰ্তা করলে মাছ
মাসে সমস্ত বর্জন করতে হয়। আমার ঠাকুর দা শ্রী শ্রী তারানাথ চক্ৰবৰ্তী সমস্ত
দিনে এক মুঠি আলো চালের ভাত আৱ একবাটি দুধ খেতেন। কি বিশাস হয়।
আমিষ একবাটি বর্জন করে দেখ শৰীর কর করে হয়ে যাবে।

ରଶୀଦ ମିଆ ଉତ୍କେଦେର ନୋଟିଶ ଦିଯାଛେ। ନିଶାନାଥ ବାବୁଙ୍କ ନାକି ତିନ ମାସେର ସିଟ
ଗ୍ରେଟ ବାକି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବୀଗର ଶୁନଲାମ ଅତି ଗଢ଼ିର ଭବିତେ ବଲହେନ,

ଆର ଏକଟି ମାସ ରଶୀଦ ମିଆ। ଏଇ ମଧ୍ୟେଇ ଆମାର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଯା ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
ରଦିର କ୍ଷେତ୍ର ଆବାର—

ଆରେ ରାଖେନ ସାହେବ ମଙ୍ଗଳ ଆର ରବି। ଗନେରୋ ମିଳ ସମୟ। ଏଇ ମଧ୍ୟେ ପାରେନ
ଦିବେନ ନା ପାରେନ ବିସ୍ମିଳାହ ବିଦାୟ। ତିନ ମାସେର ସିଟଗ୍ରେଟ ଆପନାର ଦେଖ୍ୟା
ଲାଗିବେନା।

ଜ୍ୟୋତିର୍ବୀଗରେ ଏମନ ଧାରାପ ସମୟ ଯାବେ ତା ବସ୍ତ୍ରେତ ଭାବିନି। ତୀକେ ଟାକା
ପଯ୍ୟମା ଦିଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରା ଯାବେନା। ଦାନ ଏବଂ କଣ ଗ୍ରହଣ, ଏହି ଦୁଇ ଜିନିମ ନାକି
ଚାର ଜନେ ନିଷିଦ୍ଧ। ସଫିକ ସବାର ସଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରେ 'ବାହା ଦୈନିକ' ସବ
କଟିତେ ବିଜ୍ଞାପନ ଛାପିଯେ ଦିଲ। ଏକଦିନ ପର ପର ମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଛାପା ହଲ ଏକ ସତ୍ତାର
ପର୍ଯ୍ୟେତୁ।

ପାକ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶର ପ୍ରକ୍ଷ୍ୟାତ ଜ୍ୟୋତିଷ—

ଶ୍ରୀ ନିଶାନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବୀଗର। ଏମ, ଏ, (ଫଲିତ
ଗଣିତ) ବହ ରାଜା ମହାରାଜାର ପ୍ରଶନ୍ସାପତ୍ର ଆଛେ। ଆସୁନ
ପରୀକ୍ଷା କରିବି ମଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟମତ୍ତ୍ଵରେ।

ନିଶାନାଥ ବାବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖେ ଖୁବି ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରେଟ ଗ୍ରେଟ
'ଏମ, ଏ, (ଫଲିତ ଗଣିତ) ଏଠା କୋଷାୟ ପେଲେ? ମିଥ୍ୟାଚାର କରା ହଲ। ଉତ୍ତର କି
ତକ୍କକତ୍ତା! ' ସଫିକ ବଲଲୋ,

ସବଟାଇତେ ତକ୍କକତ୍ତା ନିଶାନାଥ ବାବୁ। ସବଟାଇ ଯଥିନ ହିଥ୍ୟାର ଉପର କାଜେଇ
ମିଥ୍ୟାଟାକେ ଆରେକଟୁ ବାଡ଼ାନୋ ହଲ।

ହାଜାର ବିଦେଶୀର ପଭିତଦେର ସାଧାନାଲକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ସବଇ ମିଥ୍ୟା ?

ନିତାନ୍ତ ମୂର୍ଚ୍ଛର ମତ କଥା ବାର୍ତ୍ତା। ଜ୍ଞାନହିଁମ ମୁଖେର ବାଚାଲତା।

"ହିମ କୁମ ମୃଗାଳାତ୍ୱ ଦୈତ୍ୟାଃ ପରଃ ପର,
ସର୍ଵ ଶାନ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଗ୍ୟବଃ।"

ଅଂ ବଂ କରେ ଲାଭ କିମ୍ବୁ ନାହିଁ ନିଶାନାଥ ବାବୁ। ଏବଂ ଏଥିନ ଛାଡ଼ାର ସମୟ ଏମେ
ପଡ଼େଛେ।

ଏତ କଣ୍ଠେ ନିଶାନାଥ ବାବୁର ଅବହ୍ଵା ଫେରାନୋ ଗେଲନା। ଡାକା ଶହତେର ସବ ଲୋକ
ହଠାତ ହାତ ଦେଖାନୋ ବର୍ଷ କରେ ଦିଯାଛେ କି ନା କେ ଜାନେ। ଏମନ ଧାରାପ ଅବହ୍ଵା ହଲେ
ଜ୍ୟୋତିର୍ବୀଗରେ ବସ୍ତ୍ରେତ ଭାବିନି। ଏକଦିନ ଅନେକ ଭାଗିତା କରେ ସଫିକକେ ବଲଲେନ,

ଆମାର ଏକଟା ଭାଲ ଘଡ଼ି ଆଛେ। ଏକ ଭକ୍ତ ଦିଯାଇଲା। ତୁମୁ ତୁମୁ ପଡ଼େ ଆଛେ
କୋମ କାଜେ ଲାଗେନା।

কাজে লাগেনা কেন ?

এই সব কল কজার ঘড়িতে কি আমাদের হয় ? আমাদের দরকার বালি ঘড়ি কিংবা সূর্য ঘড়ি। সেই সব ঘড়িতে পল অনুগল এই সব হিসাবও সূচ্চ ভাবে করা যায়। পল বুঝতো ? পল হচ্ছে এক সভের ষাট তাঙের এক তাগ।

সফিক নিম্নুহ ভরিতে তাকিয়ে থাকে। জ্যোতিষ্ঠানের হাসি মুখে বলে চলেন—তাই তাবলাম কাজে যখন লাগেনা তখন আর ঘড়ি রেখে লাভ কি ? তোম চাবি দেয়া যত্নণার এক শেষ। সফিক তুমি ঘড়িটা নিয়ে বিক্রি করো ফেল। সফিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

বিক্রি করে ফেলব ?

হ্যাঁ। সাধু সন্মানী মানুষ আমি, এই সব বিলাস সামগ্রী দুই চোখে দেখতে পাইনা। তাত্ত্বিক সাধনাতে মোহ মুক্তির প্রয়োজন সবচে বেশি। তোমরা এই সব বুঝবে না। বিষয়ী লোকদের বোঝা খুব মুশকিল।

জ্যোতিষ্ঠানের পকেট থেকে ভেলভেটের বাল্লে সফতে রাখা হাত ঘড়িটি বের করে তৈবিলে রেখেই দ্রুত চলে গেলেন। বেশ তা঳ ঘড়ি সেটি। সফিক ঘড়ির বাল্ল হাতে নিয়ে পঞ্জীর হয়ে বললো,

ব্যাটারতো খুবই খারাপ অবস্থা রঞ্জ। ঘড়িটা তৌর খুব শব্দের। সফিক চিপিত মুখে ঘড়ি হাতে বেরিয়ে গলে।

জ্যোতিষ্ঠানের ভাণ্য বদলালো 'দুপুরের একটু পর। সপ্তবত মঙ্গল হোরায় প্রবেশ করেছে, রবির ক্ষেত্র আবার ঠিক ঠাক হয়ে গেছে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম প্রকান্ত একটি সাদা রঞ্জের গাঢ়ী এসে খামলো পাহু নিবাসের সামনে। গাঢ় নীল রঞ্জের শাড়ী পরা একটি মেয়ে সেই গাঢ়ী থেকে নেমে সোজা উঠে এসেছে পাহু নিবাসের দোতলায়। সাধুজী নিশানাথ জ্যোতিষ্ঠানের খৌজ করছে সেই মেয়ে। আমাদের মধ্যে সাড়া পরে গেল। রশ্মীদ মিয়া পর্যন্ত একবার উকি দিয়ে দেখে গেল। অনেকদিন পর জ্যোতিষ্ঠানের তারী গলা পাওয়া গেল,

অতি সুলক্ষণা মেয়ে মা তুমি, অতি সুলক্ষণা। চন্দ্র ও রবির মিলিত প্রতাব, কেতুর মঙ্গলে অবস্থান। এরকম হয়না, খুব কম দেখা যায়। হ'হ'। বিদ্যা ও ধন। লক্ষ্মী-স্বরস্তু এক ছালায় গৌগা। বড় তাগাবতী তুমি।

যাবতুর সময় সেই মেয়ে একশ টাকার দুটি নোট দিয়ে জ্যোতিষ্ঠানের বক্টরোধ করে দিল। নিশানাথ বায়ু দু'মাসের সিট ত্রেট মিটিয়ে দিলেন। সজ্জাবেশ আমাকে সঙ্গে নিয়ে ধূপ কিনে আনলেন। অনেক দিন পর তৌর ঘরে ঘিরের পুনীপ জুলদো, ধূপ পুড়তে লাগলো। করিম সাহেব একবার অবাক হয়ে বললেন,

এক কথায় দুশো টাকা নিয়ে দিল। পাগল নাকি মেঝেটা।

নিশানাথ গঞ্জীর হয়ে বললেন,

দুশো টাকা খুব বেশি লাগলো আপনার কাছে? হাজার টাকা নিয়েও মানুষ
একদিন আমাদের সাথা সাধি করেছে। টাকা অতি তুচ্ছ জিনিস মশাই আমাদের
কাছে।

অনেক দিন পর জোড়ির্বীণব মেসের এক জলায় সবার সঙ্গে খেতে গেলেন।
মাছের তরকারীতে নূন কম হয়েছে তেল তাই নিয়ে দুমূল ঝগড়া করে করলেন
কাদেরের সঙ্গে।

সফিক সন্ধ্যাবেলা এসে জিঞ্জেস করলো, আতাকে আসতে বলেছিলাম—
এসেছিল। আমি অবাক হয়ে বললাম,

আতা কে?

ঐ যে মেঝেটির কথা বলেছিলাম, চাকন্তি দিয়েছিল আমাকে। আসে নাই?
এসেছিল।

বলেছিলাম আজকেই আসতে। টাকা পছসা করে দিয়েছে জানিস নাকি?
একশো টাকা দিতে বলেছিলাম।

দুশো টাকা নিয়াছে।

মেঝেটির নজর খুব উচু। সাধু ব্যাটা কিছু বুঝতে পারে নাই নিশ্চয়ই।
আমি কিছু বললাম না। সফিক হাসি মুখে বললো,

যাক ঘড়িটি বিক্রি করতে হয় নাই। নিশানাথের খুব শখের ঘড়ি।

সফিক ঘড়ি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া বাধিয়ে বসলো। অতি তুচ্ছ
বিষয় নিয়ে ঝগড়া। নিশানাথ বাবু সফিককে হাসতে হাসতে বলছেন, ‘আমার
কেতু এবং মঙ্গলের যে দোষটা ছিল সেটা কেটে পেছে সফিক। হড় হড় করে
টাকা আসা শুরু হয়েছে। তোমার দরকার হলে বলবে লজ্জার কিছু নাই।’

সফিক বলেছে,

এইসব ধাক্কাবাজী এখন ছাড়েন নিশানাথ বাবু। অনেকতো করলেন।

নিশানাথ রাগে কীপতে কীপতে বললেন,

পৃথিবী জ্ঞান করি তোমাকে আর তোমার মুখে এত বড় কথা। রাগের মাথায়
ত্রুক্ষশাপ দিয়ে ফেলব সফিক।

এ আমার দুর্বিশা মুলি। ত্রুক্ষশাপ দেবেন।

খবরার বলছি। খবরার জুলে পুড়ে যাক হয়ে যাবে।

হাতাহাতি হয়ে যাবার মত অবস্থা।

গতীর রাত্রে ঘুম ভেসে পুনি চুক চুক শব্দ হচ্ছে। অঙ্ককাঠে বসে তিনমুঠি চা খাচ্ছে। সফিক, জ্যোতিষাণ্ব অপ্র আমার বাবা। ফিসু ফিসু করে তাদের মধ্যে কি সব কথা বার্তা ও হচ্ছে। বাবা এখানেই আছেন, কিছুতেই ফিরে যেতে চাচ্ছেন না। রাত্রে জ্যোতিষাণ্বের খেলে পিংয়ে ঘুমান। দিনের বেশাটা কাটান সফিকের ঘরে। আমি দেশে ফেরানোর কথা বলে বলে হার মেনেছি। সফিক অবিশ্ব বলছে, 'ধাকুন না তিনি। যেভিকেলে মিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাটা করি আগে।'

মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাঙ্কারয়া অনেক কথা বার্তা বলেও কোন অসুবিধা বিস্মৃত ধরতে পারসেন না। রাণী চেহারার একজন বুড়ো মত ডাঙ্কার শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন,

অসুবিধাটা তি আপনার বুঝতে পারছিনাতো।

বাবা বললেন, 'অসুবিধাটো কিছু নাই ডাঙ্কার সাহেব।'

রাত্রে ঘুম হয়?

ঘুম হবেনা কেন?

বাবা মহাসুয়েই আছেন। পাহু নিয়াসের সবার সঙ্গেই তার খাতির। আজীজ সাহেব সকাল বেলা ব্যায়াম করেন। তিনি বসে ঘাটকেন পাশে। আমাকে প্রায়ই বলেন,

রঞ্জু স্বাস্থ্য হচ্ছে সমস্ত সুরের মূল। স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখা দরকার। তুই বেলের শরবত খাবি। শুব উপকারী। আজীজ বলেছে আমাকে।

বাবার সবচেয়ে বেশি খাতির সিরাজ সাহেবের সঙ্গে। সিরাজ সাহেব কোন এক বিচিত্র কারণে বাবাকে পছন্দ করেন। অফিস থেকে এসেই তিনি বাবাকে তাঁর ঘরে ভেকে নিয়ে যাবেন। তারপর দরজা বন্ধ করে গুজ গুজ করে আলাপ। এক শনিবারে বাবা সিরাজ সাহেবের সঙ্গে তাঁর আমের বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। আমি কিছু বললাম না। পড়ের শনিবারে দেখি আবার যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছেন। আমার বিরক্তির সীমা রাইল না। বাবা শাস্ত রে বললেন,

আমার জন্যে বৌটা কৈ মাছ যোগাড় করে রাখবে বলেছে—না গেলে কেমন করে হয়?

কৈ মাছ যাওয়ার জন্য এত দূর যাবেন?

নারিবেনলের চিড়া করে রাখবে। এখন না যাই কি করে!

এইবার ফিরে এসে তিনি অত্যন্ত গঁথির মুখে ঘূঁঘূ বেড়াতে লাগলেন। যেন অত্যন্ত রহস্যময় একটি ব্যাপত্তি তিনি জেনে ফেলেছেন। ব্যাপারটি দুদিন পর

আমরাও জানলাম। রাতের বাগয়ার পর বাবা আঠারো উনিশ বছত্তোর একটি মেয়ের
ছবি সফিকের টেবিলের উপর রেখে গুঁটির হয়ে সফিকের দিকে তাকিয়ে
রইলেন।

সফিক অবাক হয়ে বললো,
এ ছবি কারু? আর এই মেয়েটিই বা কে?
বাবা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন,
ঠেবা ইবি।
ঠেবা? ঠেবা কে?

যেই হোক তোমার পছন্দ হওয়াছে তো?

সফিক এবং আমি দুজনেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করি। বাবা নিজেই খোলসা
কর্তৃত,

ঠেবা হচ্ছে সিরাজ সাহেবের বোন। ওর সঙ্গেই তোমার বিয়ে ঠিক করে
এসেছি। পাকা কথা দিয়ে ফেলেছি।

সফিকের চেয়ে বেশি হতৎকিয়ে যাই আমি। বাবার যে কি নব লোক
হাসানো কাঙ্গ কারখানা। সচিক কিন্তু সহজ তাবেই বলে,

পাকা কথা দিয়ে ফেলেছেন চাচা?

ঝঁা তা বলতে গেলে দিয়েই ফেলেছি। তোমার বাবা বেঁচে নাই। আমাকেই
তো মেখতে হবে সব। ঠিক কিনা ভূমিই বল?

তা ঠিক।

বাবা মহা উৎসাহী হয়ে উঠেন। হাসি হাসি মুখ। তোমাকে তদের খুব পছন্দ।
সিরাজের বৌ এখানে এসে দেখে গেছে তোমাকে। বড় ডাল মেয়ে বড় তাল।
সফিক চুপ করে থাকে। বাবা উৎসাহে এবং উত্তেজনায় ছট্ট ফট্ট করতে থাকেন।

তোমাদের বিয়ের পর আমি কিন্তু তোমাদের বাসাতেই থাকব। ঠেবাকেও
বললাম এই কথা।

সফিক অভিকে উঠে বলে, 'তাকেও বলেছেন এই কথা!'

বলবনা কেন? সংসাধের মাথাতো মেয়েরাই হয়। হ্যানা!

তা হ্যা।

আমার ধারণা ছিল সফিক রেগে মেগে একটা কাঙ্গ করবে। বাবাকে নিয়ে
আমি মহা লজ্জায় পড়ব। সে রকম কিছু হলনা। সে যেন লজ্জায় পড়েই উঠে গেল
সামনে থেকে।

আমি পরের সঙ্গাহেই বাবাকে টেনে তুলে দিয়ে আসলাম। ডাকায় গেছে
চিকিৎসাও কিছু হচ্ছেন। তখু তখু টাকা নষ্ট। মা একদিন পর একটি উদ্ধিষ্ঠিত চিঠি
পাঠাচ্ছেন। টেন ছাড়বার আগে আগে দেবি সিরাজ সাহেব আজীব সাহেব অর
আমাদের জ্যোতির্বাণী এসে দাঙিয়া। তারা বিদায় জানাতে এসেছেন। আজীব
সাহেবের হাতে আবার প্রকান্ত একটা খাবারের ঠোকা। টেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা
হেলে মানুষের মত ফুলিয়ে কীদণ্ডে লাগলেন। কি যে অস্থিকর অবস্থা!

॥ শীত ॥

মা'র নামে একশ টাকা মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিলাম। আমার আধিক টালাটানি কিছু দূর হয়েছে। কলেজে বেতন মাঝ হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা একটা তাল টিউশনি যোগার হয়েছে। ক্লাস নাইলের একটি মেয়েকে সঙ্গাহে চান দিন পড়াই। মেয়েটি খুবই শাও বভাবের। বড়ই লাজুক। সারাক্ষণ মুখ নিচু করে পড়ে। যদি কিছু জিজ্ঞেস করি বইয়ের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়। মুখ তুলে তাকায়না। পড়ানো শেষ করে যখন যাবার জন্যে উঠে দৌড়াই তখন লাজুক মুখে বলে, 'সার একটু বসেন।'

মেয়েটি ক্রতৃ চলে যায় তেতরে। ফিরে আসে বরাফ দেয়। এক গ্রাম পানি এবং ঝক ঝকে একটি কীচের বাতিতে কিছু খাবার নিয়ে। বিকালে আমার কিছুই খাওয়া হয়না। ফিধায় নাড়ি ঘোঢ়া দিতে থাকে। শোভীর মত খাবারটা যাই। মেয়েটা নরম গলায় বলে, 'ন্যার আরো খানিকটা আনি?' আমার গল্প গাগে তবু অশেক্ষণ করি খাবারের জন্যে। মাসের এক তারিখে মেয়েটি অতি সৎকোচে টাকা দেয় আমার হাতে। যেন স্যারকে টাকা দেয়াটা একটা লজ্জার ব্যাপার। এত ভাল গাগে আমার। মাঝে মাঝে ছেটি খাটো দু একটা উপহার কিনে আনতে ইচ্ছা হয়। সাহস হয়না হ্যাত মেয়েটির মা কিছু ঘনে করবেন। মেয়ের মা কখনো আমার সামনে আসেন না। পর্মার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে কথা বলেন,

শেলী অংকে খুব কীচা। দেখবেন তাল করে।

কি দেখব।

বাড়ীর কাজ ঠিকমত করেনা। ধরক নিবেন। আগনাকে তাল মানুষ পেয়ে শুধু ফৌকি দিছে বোধহয়।

মেয়েটির বাবার সঙ্গে দেখা প্রায় হয় না বললেই হয়। তিনি সারাক্ষণ ব্যাঙ। যখন হঠাত এক আধদিন দেখা হয় তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন,

চিনতে পারলামনাত্তো। কে আপনি?

আমি সৎকোচে বলি, আমি শেলীর মাস্টার।

তাইতো তাইতো। আমি গত সন্ধাহেইতো দেখলাম। একটুও মনে নাই। লজ্জার ব্যাপার।

ভদ্রলোক দার্শন ব্যাঙ হয়ে উঠেন,

মাস্টার সাহেবকে চা দেয়া হয়েছে। আফজাল আফজাল।

চা খেয়েছি আমি।

তাতে কি আন্দেকনাৰ থাবেন। আপনি নিজেওতো ছাত্র ?
ছি।

শ্ৰী বলেছে আমাকে। একটই টিউশনি আপনাৰ ?
আমাৰ দার্শণ লজ্জা লাগে। কান টান লাল কৱে বলি,
বিকালেও একটা টিউশনি আছে।

আমি নিজেও খুব কষ্ট কৱে পড়েছি। তিন চারটা টিউশনি কৱতাম। একটুও
ভাল লাগতো না। সারাক্ষণ ভাবতাম কৰুন তাৰা চা টা যেতে নিবে। আপনাকে চা
টা ঠিকমত দেয়তো ?

হা হা কৱে হাসতে লাগলেন ভদ্ৰলোক। বেশ মানুধ। হালি থামতেই গঢ়ীয়
হয়ে বললেন,

এক বাড়ীতে পড়াতাম একটা ছেলেকে। মহা দৃঢ়। তিনবাৰ ফেল কৱেছে
মেট্ৰিক—দেখেন অবস্থা। একেক বাৰ ফেল কৱত আৱ হেলেৱ বাবা এসে আমাকে
ধূমক ধামক—কেন ফেল কৱল, কেন ফেল কৱল।

আমাৰ ঘৰ্য্যা এক ধৰনেৱ হীনমন্যতা বোধ আছে। সব সহয় নিজেকে হোট
মনে হয়। কলেজে সসৎকোচে গাকি। একেক দিন সকিকেৱ সঙ্গে তাৰ কাটা
কাপড়ৰ সুপেৱ কাছে যেতে হয়। টাকা পয়সা শুনে শুনে রাখতে আমাৰ কেমন
হেল লজ্জা লজ্জা কৱে। সব সহয় মনে হয় এই বুঝি কুসেৱ কোন ছেলে বলে
বসবে, কে রঞ্জনা ! কিন্তু এই বাড়ীতে এসে সেই ভাবটা আমাৰ থাকেন। শ্ৰী
ঘেদিন জিজেস কৱল,

ম্যার আপনি ফুটপাতে কাপড় বিক্ৰি কৱেন ?

তখন কেন জানি আমাৰ লজ্জা লাগলনা। আমি খুব সহজ ভাবেই বললাম,
হ্যাঁ। আমাৰ বকুৰ সঙ্গে মাঝে মাঝে যাই। তুমি জানলে কি কৱে ?

আমি হঠাৎ দেখলাম।

তোমাৰ খাৱাপ লাগছিল নাকি ?

নাতো। মজা লেগেছে।

মেয়েটিকে দেখলেই পারম্পৰেৱ কথা মনে হয়। কোথাৰ যেন পারম্পৰেৱ সঙ্গে
এৱ হিল আছে। স্পষ্ট কোন হিল নয় এক ধৰনেৱ সূজা অস্পষ্ট হিল।

অনেক দিন পারম্পৰেৱ কোন খৌজ খবৰ জানিনা। একবাৰ অনেকিলাম তাৰা
নাকি নেত্ৰকোনা থেকে বৱিশাল চলে গেছে। নেত্ৰকোনায় শুনৰ বাড়ীয় সঙ্গে
বনিবনা হয়নি। বৱিশালেৱ ঠিকানা জানা না ধৰকায় ঠিঠিও দিতে পাৱি না।
অনেকদিন পারম্পৰাকে দেখিন। শুধু পারম্পৰা কেন মা'ৰ সঙ্গেও দেখা নাই অনেকদিন।
যেতে আসতে অনেকগুলি টাকা খৱচ হ্যাঁ। আগে ধৰে এতগুলি টাকা খৱচ কৱতে
পাৱিন।

পাঞ্চনিবাসে এক ঘোঁড়ে জীবন কাটাই। সফিক সারাদিন ব্যস্ত থাকে। তার দেখা পাওয়া যায়না। অনেক রাতে ঘরে ফিরেই শুমুতে শুরু করে। সফিকের সেই মাট্টারীটা আর নাই। কাটা কাগজের ব্যবসা আবার শুরু করেছে। মনেহয় খুব একটা সুবিধা করতে পারছেন। তার খাস্ত্রও ভেঙ্গে গেছে। শুমের মধ্যে ছট্ট ফট্ট করে। কে জানে বড় ধরনের কোন অসুবিধা নিষ্ঠাই বাধিয়াছে। রাতের বেলা হঠাতে জেগে ওঠে বলে, ‘শীত লাগছে রঞ্জু আনালাটা বক্স করতো।’ তান্ত্র মাসের পঁচা গরমে তার শীত শাশে কেন কে জানে?

মাঝে মাঝে হঠাতে সফিককে খুব খুশী খুশী লাগে। ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলে, ‘এইবায় বিয়ে করে ফেলব। দূজন গাকলে যুক্তে অনেক এডভান্টেজ পাওয়া যায়। অভাবের সঙ্গে কি আর এক একা ফাইট চলে?’

ঝেবার ছবিটি বের করা হয় তবন। সফিক লাজুক হয়ে বলে,

বেশ মেয়েটি কি বলিস? ভাল মানুষের মত দেখতে। কিস্তু রঞ্জু এই মেয়ের অনেক বৃক্ষি। দেখ চোখে দিকে তাকিয়ে।

সফিক ঝেবার ছবিটি দেখে করে একটা খামে তত্ত্ব জাখে। সেই খামটি তার টিনের ট্রাঙ্কে তালাবদ্ধ থাকে। সফিকের নজর টজর একটু কম কিন্তু ঝেবার প্রসঙ্গ উঠলেই সে কেমন যেন লজ্জা পায়। সে প্রসঙ্গ ওঠে কম। আমি নিজে থেকে কখনো ভুগিনা। নিশানাথ বাবু অনেকবার বলেন, সিরাজ শাহেবের বোনের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করা দরকার। তাল মেঝে দেবী অংশে জন্ম। এই সব মেঝে হাত ছাড়া করা ঠিকনা। বলতে বলতে আড় চোখে তাকান সফিকের দিকে। সফিক নিলিঙ্গ ভঙ্গিতে বলে,

বিয়ে নিষ্ঠাই হয়ে গেছে এতদিনে!

জিজেস করব সিরাজ শাহেবকে?

নানা থাক।

নিশানাথ বাবু গল্পীর হয়ে বলেন,

এই কথাটা জিজেস করতে আর অসুবিধা কি?

সফিক চুপ করে থাকে। নিশানাথ বাবু বলেন,

বড়ই বোকামী করছ সফিক। তোমার হচ্ছে শ্রী-তাগো উন্নতি। কথাতো শব্দবেনা কিছু।

নিশানাথ জ্যোতিশ্চালবের দিনকাল বড়ই খারাপ। লোকজন হচ্ছে লেখাতে আসে কালে তদ্দে। পাঞ্চনিবাসের টাকা আবার বাকি শত্রু। রশীদ হিয়া গোজ

সকালে টাকার জন্যে তাগাদা নিতে আসে। সরু চোখে তাকিয়ে থেকে হিস হিস
করে কথা বলে,

যদি কবে ছাড়বেন বলেন দেখি? আবার তিন মাসের বাকি।

জ্যোতির্বাণব মুখ নিচু করে থাকেন। কোন কোন দিন রশীদ মিয়ার গালাগালি
চরমে উঠে, ‘আর একমাস দেখব তারপর বিস্মিল্লাহ ইকু টাইট দিব বুকছেন।
সোজা আঙুলে না হলে আঙুল বেকা করা লাগে।’ জ্যোতির্বাণব কিছুই বলেন না।
নবী সাহেব মৃদু গলায় বলেন, এই সব কি বলেন রশীদ মিয়া? মানুষের অভাব হয়
না। এই সব কথা বলা কি ঠিক?’

ঠিক বেষ্টিক জানিনা। আমার কথা পরিকার। আমি কি নানসাগর খুলেছি
নাকি? না এটা সাধুজীর বাপের হোটেল?

করিম সাহেবের সঙ্গে জ্যোতির্বাণবের মোটেই মিল নেই। জ্যোতি-ধাৰণের
কোন একটা বামেলা হলে করিম সাহেবের আনন্দে দাঁতি বের হয়ে যায়। সেই
করিম সাহেবও একদিন গেগে গেলেন,

এইটা কি কাও ত্রোজ ত্রোজ, ভদ্রলোকের অপমান।

রশীদ মিয়া তো বাল করে বলল,

ভদ্রলোকটা কে? আমিতো কোন ভদ্রলোক দেখিন।

চূপ শালা। তোমাকে আজ আমি ভদ্রলোক গিলায়ে খাওয়াব।

রশীদ মিয়া শক্তিত হয়ে গেল। শকনা গলায় বলল,

আপনে এই সব কি বলছেন করিম সাহেব?

চূপ একদম চূপ। শালা তোমার পাছায় লাখ্যি মেঝে পাইছানার মধ্যে
তোমারে কূলে ফেলব। ভদ্রলোক চিনবা তখন। হৈ তৈ তনে নিচ থেকে কাদের
মিয়া ছুটে এল। নবী সাহেব বের হয়ে আসলেন। জ্যোতির্বাণব বিশ্রুত ভঙ্গিতে
বললেন,

ধামেন করিম সাহেব। কি সব বলছেন।

আপনে ধামেন। আমি ধামার লোক না। শালাকে ঘুন করে ফাসি হাব আমি।

করিম সাহেব লোকটিকে আমি কোনদিনই পছন্দ করি নাই। করিম সাহেব
এমন লোক, যাকে কোন কারণেই পছন্দ করা যায় না। পাহানিবাসের কেউ তার
সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলেন। কিন্তু সেই রাতে সিরাজ সাহেব তাঁকে চা খাওয়াতে
নিয়ে গেলেন। রাতের খাওয়া দাওয়ার পর আজীবন সাহেব তাঁকে তাস খেলার
জন্যে ডাকতে আসলেন। নবী সাহেবের মেঝের বাঢ়ী থেকে ডিমের হালুয়া
এসেছিল। নবী সাহেব সেই হালুয়ার বাটি পাঠিয়ে দিলেন করিম সাহেবের ঘরে।
সবাইকে তাগ করে দেয়ার দায়িত্ব করিম সাহেবের।

॥ ৪ ॥

জ্যোতির্বাণৰ ঘৰ ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

রাত আটটাৰ ফিরে এসে দেখি নিশানাথ বাবুৰ ঘৰ খালি। টৌকিটা বাইকে
টেলে এনে রাখা হয়েছে। রশীদ মিয়া টৌকিৰ উপৰ গাঢ়ীৰ হয়ে বসে সিগারেট
ঢানছে। কালোৱ বালতি বালতি পানি এনে ঘৰেৱ মেঝেতে ঢালছে এবং ঘীটা দিয়ে
সশব্দে ঘীট দিয়েছে। ছুটিৰ দিনবলেই মেসে লোকজন কেউ নেই। নবী সাহেবও
মেঝেৱ বাড়ী বেড়াতে গিয়েছেন। নয় নহৰ ঘৰে যে ছেলেটি থাকে শুধু তাৰ ঘৰে
বাতি ঝুলছে। আমি অবাক হয়ে বললাম,

কি ব্যাপার রশীদ সাহেব ?

কিসেৱ কি ব্যাপার ?

সাধুজী কোথায় ?

চলে গেছে।

কোথায় চলে গেছে ?

আমি কি জানি কোথায় গেছে। আমাকে জিজেস কৰেন কেন ?

কখন গেছেন ?

দুপুৰে।

ইঠাই চলে গেলেন যে ?

কি মুশিবত আমি তাৰ কি জানি। যেতে চাইলে আমি ধৰে রাখব নাকি ?
শুনৰ বাড়ী এইটা !

আমি বেশ অবাক হলাম। নিশানাথ বাবু কাউকে কিছু না বলে ইঠাই কৰে
চলে যাবেন এটা তাৰা থাকিবনা। তা ছাড়া তীব্র যাওয়াৰ কোন জ্বালাণি সম্ভবত
নাই। কে জানে হ্যাত রাঙ্কায় রাঙ্কায় ঘূৰে বেড়াচ্ছে। কিবো হ্যাত চায়েৰ দোকানে
বসে আছে একা একা। আমি কাপড় না ছেড়েই চায়েৰ দোকানে চলে গেলাম। না
সেখানে সাধুজী যাননি। রাঙ্কায় ঘোড়ে যে ছেলেটি পান সিগারেট বিক্ৰি কৰে সে
বললো—সাধুজী সৃষ্টকেস হাতে নিয়ে উঞ্জৱ দিকে গেছেন। তাৰ দোকান থেকে দু
প্যাকেট টার সিগারেট কিনেছেন।

মেসে ফিরে যেতেই নয় নহৰেৱ ছেলেটিৰ সঙ্গে দেখা হল। এই ছেলেটি এক
পত্ৰিকাৰ অফিসে কাজ কৰে। তাৰ সব সহয় নাইট ডিউটি। সারাদিন দৱজা বক্ষ
কৰে ঘূমায়, কাঠো সঙ্গে কথা বার্তা বলেনা। মেসে সে বায় না। ছুটি ছাটৰ দিন
তাৰ কেজোসিন ছুলায় নিজেই দেখি রাখা কৰে। আমাকে দেখেই ছেলেটি বলল,

সফিক সাহেবের কথন মিয়াবেন।

জানিনা কখন।

সফিক সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কি ব্যাপার?

হেলেটি আড় ঢোকে রশীদ মিয়ার দিকে তাবিয়ে বলল,

আসেন আমার ঘরে বসি। আপনিতো আসেন নাই কখনো। আমি নিজেই অবশি কাউকে বলিনা। আমার একা একা থাকতে ভালো লাগে। দিজেল রুম নিয়েছি এই জন্য।

তার ঘর নবী সাহেবের ঘরের মতো গোছানো। দেখেই মনে হয় নারীর স্মৃতি আছে। দেয়ালে আবার নীলরং একটি তৈলচিত্র। জ্যোৎস্না রাত্রির ছবি। অসংব সুন্দর এই ছবিটি ঘরের চেহারা পাস্টে ফেলেছে। তাতানেই মন বিষণ্ণ হয়।

আমার হেটি তাইজের আঁকা। আট কলেজে পড়ে ফোর্থ ইয়ার। আপনি কি তা থাবেন? চায়ের ব্যবহা আছে।

না চা খাবনা আমি, তাত খাই নাই এখনো। আপনি কি জন্যে ডাকছিলেন।

হেলেটি খানিকক্ষণ চূল করে খেকে বলল,

সাধুজী আজ দুপুরে আমার কাছে একটি ঘড়ি রেখে গেছেন সফিক সাহেবকে দেয়ার জন্যে। খুব দামী ঘড়ি।

আমি চূল করে রইলাম। হেলেটি বলল,

তিনি যাওয়ার সময় কৌনছিলেন। আমার এমন খারাপ লাগলো বুঝালেন। বিকালে এক জায়গার যাওয়ার কথা ছিল, যাই নাই দরজা বজ করে বসেছিলাম।

আমি বললাম, 'আপনার নাম আমি জানিনা। কি নাম তাই?'

সুলতান। সুলতান উদ্বিদিন। সাধুজী ছাড়া কেউ আমার নাম জানেন। কাঠো কাছে যাইনাতো। সাধুজীর কাছে একবার গিয়েছিলাম। মনটা খুব খারাপ সেই সময়। হঠাৎ গেলাম। তিনি অনেক কথা বললেন এখনো মনে আছে।

কি বললেন?

এই সামুন্দর কথা আর কি। অন্য রূক্ষ করে বললেন। সামুন্দর কথা বলাতো খুব কঠিন। সবাই বলতে পারে না। খুব হৃদয়বান মানুষ লাগে।

আমি অনেকক্ষণ বসে রইলাম তার ঘরে। কথা বার্তা না—চূপচাপ বসে থাকা। হেলেটি একেবারেই কথা বার্তা বলে না যতবার বললাম,

উঠি! ততবারই বলে, বসেন না আত্মকাটু বসেন। সফিক সাহেব আসলে থাবেন।

ରାତ ଏଗାରୋଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫିଲେର ଜନ୍ୟେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଥେବେ ଗେଲାମ । ଏତ ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦେର ଥାକେନା । ଟେବିଲେ ଭାତ ତରକାରୀ ଦେକେ ଘରେ ଖୁମାତେ ଯାଏ । କିମ୍ବୁ ଆଜ ଦେଖି ଜେଗେ ଆହେ । ଭାତ ତରକାରୀ ବାଡ଼ିତେ ବାଡ଼ିତେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରେ ବଳା । 'ହନହେଲ ସ୍ୟାର ? କରିମ ସାବ ମାଳ ଥାଇଛେ ଆଇଜ ।'

କି ବଲାଲି ?

ଧାରା ଫଟି ମାଇନ । ବମି କଇରା ଘର ତାସାଇୟା ଦିଇଛେ । ଆମାଙ୍କେ ମାଫ କରାନ୍ତେ କଥା । ଆମି କଇଛି ମାଳ ଖାଉଯା ବମି ଆମି ସାଫ କରିଲା । ତନ୍ଦୁଲୋକେର ହେଲେ ଆମି କି କଳ ସ୍ୟାର ? ଅନ୍ୟାଯ କଇଲାମ ।

ଉପରେ ଉଠେଇ କରିମ ସାହେବେର ମଞ୍ଚେ ଦେଖା । ବାରାନ୍ଦ୍ୟା ରାଖା ଟୌକିର ଉପର ଶବ୍ଦ ହେଁ ଶ୍ଵେତ ଆହେନ ।

ସାଧୁଜୀ ଚଲେ ଗେଛେ ଶୁଣେହେଲ । ଶାଲା ରନ୍ଧିର ଯିଥାର ଶେଟେ ଆମି ଏକଟା ତିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାକୁ ଯଦି ନା ଚୁକାଇ ତାହେ ଆମି ବେଜନ୍ଯା କୁଣ୍ଡା । ଶାଲାର ମାତ୍ରେ ଆମି— ।

କରିମ ସାହେବ ଅନଗଳ କୃତସିତ କଥା ବଲାନ୍ତେ ଲାଗଲେନ । ତାରପର ଏକ ସମୟ ହଡ଼ ହଡ଼ କରେ ବମି କରେ ଫେଲଲେନ ।

ଆପନାର କି ଶରୀର ଧାରାପ କରିମ ସାହେବ ?

ନା ଶରୀର ଠିକଇ ଆହେ । ଶାଲାର ସଞ୍ଚାର ତିନ ଅବହା । ସଞ୍ଚା ଜିନିସ ଥେବେ ଏଥିନ ମରଣ ଦଶା । ଛୁ ଟାକା କରେ ବୋତଳ ବୁଝଲେନ ? ଲଜାନ୍ତେ ବଲାନ୍ତେ ଆବାର ବମି ।

ସଫିକ ଆସଲୋ ବାରେଟାର ଦିକେ । ନିଶାନାଥ ବାବୁ ଚଲେ ଗେଛେନ ଏହି ଥବରେ ତାର କୋନ ଭାବାହୁର ହଲ ନା । ଭେଲଭେଟେର ବାରେ ମୋଡ଼ା ଘଡ଼ି ଫେଲେ ରାଖି ଟେବିଲେର ଏକ କୋଗରୀ । ତାର ଭାବଭକ୍ଷି ଏ ରକମ ଯେନ ନିଶାନାଥ ବାବୁର ଘର ଛେଡ଼େ ଯାଉଯା ତେମନ କୋନ ଉର୍ଦ୍ଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପାର ନା । ଓଜାଇ ଏରକମ ହ୍ୟା । ରାତେ ଫୁମୁତେ ଯାବାର ସମୟ ବଳା,

ଢାରେ ଦୋକାନ ଷ୍ଟୋର ଦିଯେ ମିବ ଏଇବାର । ଘୋଜ ଥବର ଶୁରୁ କରେଇ । ଦୁ ହାଜାର ଟାକା ମେଲାରୀ ଦିଲେ ଶ୍ୟାମଶୀତେ ଏକଟା ଘର ପାଉଯା ଯାଏ । ତାଳ ଘର । ଆଭାକେ ବଳବ ଟାକାଟା ଧାର ଦିଲେ ।

ଦିବେ ମେ ?

ଦିବେ ନିର୍ଦ୍ଦୟାଇ । ଆର ନା ଦିଲେ କି ଆହେ, ଛୋଟ କରୋ ଶୁରୁ କରିବ । ନବୀ ସାହେବକେ ବଳବ କିଛୁ ଦିଲେ ।

ନବୀ ସାହେବ ଅବଶ୍ୟ ଦିବେନ ।

ସବାଇ ନିବେ । ଦେଖିସ ନା କି କରି ।

ଆମି ବଲାଲାମ, 'ଶୁରୁ ଆମାଦେର ଯାନେଜାଇଇ ନେଇ ।'

সফিক কোন উত্তর দিল না। বাইরে নিবিড়ে ঘশারী ফেলে পড়ে পড়ল। বাইরে করিম সাহেব ঘস ঘস করে ইটতে লাগলেন। বমি টমি করলে তনেহি মাতালদের নেশা কেটে যায়। কিন্তু রাত যত গভীর হচ্ছে করিম সাহেবের নেশাও মনে হয় ততই গাঢ় হচ্ছে।

তিনি উচু গাছায় বলছেন,

তব পাওয়ার লোকনা আমি। কাউকে তব পাই না। লাখ দিলে সব ঠিক ঠাক।
এখন লাখ ভাড়ার গাছায় বাপের নাম ভুলিয়ে দিব।

এক সময় সফিক বিরক্ত হয়ে বলল,

যুমাতে যান করিম সাহেব।

কেন? তোমার হকুম নাকি? আমি কি তোমার হকুমের গোলাম?

চূপ করেন করিম সাহেব।

তুই চূপ কর শালা।

সফিক আর কথা বাঢ়াল না। আমার অনেক রাত পর্যন্ত যুম আসলা না। এপাশ
ওগাশ করতে লাগলাম। বুঝতে পারছি সফিককে জেগে আছে। সফিক একবার
ডাকলো,

জেগে আছিস নাকি রঞ্জু?

আমি জ্বাব দিলাম না। বাইরে করিম সাহেবেরও আর কোন সাড়া শব্দ
পাওয়া যাচ্ছে না। সফিক এক সময় ঘশারীর কেতুরেই একটা সিগারেট ধরিয়ে
ঋক ঋক করে কাশতে লাগলো। অঙ্ককার ঘরে একটা লাল ফুলকি উঠানামা
করছে। দেখতে দেখতে যুম এলে গেল।

যুম তাঙ্গলো শেষ রাত্রে। ঘরের দরজা ছাট করে খোলা। মুহূর ধারে বৃষ্টি
হচ্ছে বাইরে। বৃষ্টির ছাটে বিছানা তিজে একাকার। আমি ডাকলাম, 'সফিক এই
সফিক!'

কোন উত্তর নাই। বাইরে বেরিয়ে দেখি সে সিগারেট হাতে নিয়ে দারাপায়
বসে বসে বৃষ্টিতে তিজাছে। আমাকে আসতে দেখে দ্রুত স্থানে বলল, 'যুম আসেছে
নাতো।'

বৃষ্টিতে তিজাছিস তো।

সফিক একটু স্থানে বলল,

জ্বাতিশীণবের জন্যে খারাপ লাগছে। বেশ খারাপ লাগছে। সকাল হলেই
খুজতে বের হব। ঢাকাতেই আছে নিচয়ই।

সফিক বানিকক্ষণ চূপচাপ থেকে বলল,

অনু মারা গেছে। মত পরত চিঠি পেয়েছি। একটা টেলিফোন করার দয়কার
মনে করে নাই।

আমি স্বত্ত্বত হয়ে গেলাম।

ভুইজো আমাকে কিছু বলিস নাই সফিক।

এই সব বলতে তাল লাগে না।

কি তাবে মারা গেল ?

সাপে কেটেছিল। তাই সেখা। ওরা টো নাকি এসেছিল। আমি সফিকের হাত
ধরলাম। আচর্য কুঠে গা পুড়ে যাচ্ছে! অথচ সহজ সাধারিক মানুষের মত বসে
আছে।

তোরতো ভয়ানক কুর সফিক।

হ্যা শরীরটা থারাপ।

আয় তয়ে থাকবি? মাথায় জলপাতি দেব।

নাখ এইসব কিছু লাগবেনা। আমার ভালুক কুর ; সকালবেলা থাকবে না
দেখবি।

জ্যোতিষীগবকে খুজে পাওয়া গেলনা।

সম্বন্ধ অসম্বন্ধ সব জ্ঞানগায় খৌজা হয়। ছিমুল মানুষেরা যে সব জ্ঞানগায়
রাতে ধূমায়, সফিক গভীর রাতে সেই সব জ্ঞানগায় খুঁজতে যায়। কমলাপুর বেল
স্টেশন, লক্ষ টার্মিনাল লাড হয়না কিছু। ফুটপাতে যে সব পার্মিটরা হাতের ছবি
আঁকা সাইন বোর্ড টানিয়ে বসে থাকে তাদেরকে জিজেস করা হয়,

লহা চুল দাঢ়ির এক সাখু—হাত দেখেন তীকে কেউ দেখেছেন? নিশানাথ
নাম।

কেউ কিছু বলতে পাঊ না। নবী সাহেবের কথা মত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া
হয় :

লহা চুল দাঢ়ি পরনে গেরম্যা রঙের পাঞ্জাবী প্রদ্যান্ত

জ্যোতিষ নিশানাথ জ্যোতিষীগবের সঙ্গান প্রাপ্তি।

বিজ্ঞাপন ছাপার তিন দিনের দিন হস্তদণ্ড হয়ে হাজির হয় আভা। আপনাদের
জ্যোতিষী কোথায় গেছে?

সফিক বিরক্ত হয়ে বলে, কোথায় গেছে জানলে বিজ্ঞাপন দেই নাকি!

আমি ভাবলাম আপনাদের কোন পাবলিসিটির ব্যাপার দৃষ্টি।

তীর পাবলিসিটি লাগেনা। সে অনেক বড় দরের জ্যোতিষ।

আভা শাস্ত স্বরে বলে,

তিনি বড় জ্যোতিষী হিশেন। আমার হাত দেখে জন্মবার বলে দিয়েছিলেন।
আমি খুব অবাক হয়েছিলাম।

শুধু নিশানাথ নয় নবী সাহেবও পাহুনিবাস ছেড়ে চলে গেলেন। কুল থেকে
মহাসমাজের তীকে বিদায় দেয়া হয়েছে। আমরাও তীর বিদায় উপলক্ষে একটু
বিশেষ খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেছিলাম। যেতে পারলেন না। মূখে নাকি
কিছুই রুচছে না। খাওয়া বন্ধ করে একবার ফিস ফিস করে বললেন,

আমি আর বেশিদিন বীচবনা। পাহুনিবাসে শিকড় গজিয়ে গেছে। বলতে বলতে
তীর চোখ দিয়ে পানি পরতে শাগলো।

সিরাজ সাহেবের প্রদোশন হয়েছে। অফিসার্স হ্রেড পেয়েছেন। অফিস থেকে
তীকে কোয়ার্টার দেয়া হয়েছে। মুস্তর কোয়ার্টার, তীর সঙ্গে একদিন গিয়ে দেখে
আসলাম। দক্ষিণ দিকে চমৎকার বারান্দা। হৃ হৃ তত্ত্ব হাওয়া বয়। সিরাজ সাহেবও
পাহুনিবাস ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগের দিন রাতে বিস্তু নিতে এলেন
আমাদের কাছ থেকে। কথা সবে না তীর মুখে। অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপ চাপ।
এক সময় বললেন,

মুখেই ছিলাম তাই আপনাদের সাথে। আনন্দেই ছিলাম। নিশানাথ বাবুর খালি
ঘরটা দেখলে চোখে পানি আসে। আমার শ্রীকে তিনি বড় প্রের করাতেন।

সত্তি সত্তি চোখে পানি ছলছলিয়ে উঠল। সফিক শুয়ে ছিল। সফিকের মাথায়
হাত রেখে বললেন,

কুম কি আবার এসেছে?

আছে অম।

অবহেলা করবেন না ভাই। ভাল ডাক্তার দেখাবেন।

ক্ষাণিকক্ষণ চুপ থেকে আমরা আমরা করে বললেন,

আমি অতি দরিদ্র মানুষ তবু যদি কখনো কেন প্রয়োজন হয়—

সফিক কবার মাঝাখালে আচমকা জিজেস করল,

আপনার ছেটি বোন জেবা, তীর কি দিয়ে হয়েছে?

হী গত বৈশাখ মাসে বিয়ে দিয়েছি। ঢাকাতেই থাকে। ভাল বিয়ে হয়েছে।
ছেলেটা অতি ভাল। আমি ভাবি নাই এত ভাল বিয়ে দিতে পারব।

সফিক আর কিছু বললোনা। সিরাজ সাহেব বললেন,

আপনারা দুজন একদিন গিয়ে যদি দেখে আসেন সে খুব খুশী হবে।
আপনাদেরকে চিনে খুব। সেইদিনও জিজেস করল আপনার অসুখের কথা।

নৃতন কেন বোর্ডার এশনা পাহুনিবাসে। অনেছি রশীদ মিয়া মেস ভেঙে বাড়ী
বানিয়ে ভাড়া দিবেন। মেসে নাকি তেমন আয় হয় না। এয় মধ্যে মার চিঠি
পেলাম :

তোমার পাঠানো একশত টাঙ্কা হইয়াছি। আমি তুমিয়া
মর্মাহত হইলাম যে তুমি পড়াওনা ছাড়িয়া কালভ
ফেরি করিয়া বেড়াও। তোমার দুই মামা অত্যন্ত বিরক্ত
হইয়াছেন। তোমার মনে রাখা উচিত তোমার নানা
অত্যন্ত বিশিষ্ট বাঙ্গি হিলেন। তুমি ছোটলোকের মত
ফেরিওয়ালা হইয়াছ এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি।
পাইলের মত তুমিও যে বৎশের মান ভুবাইবে তাহা
তাবিনাই। দোয়া জানিও। অতি অবশ্য একবার আসিবে।
তোমার বাবার একটি পা অচল। হাঁটা চলা করিতে
পারেন না।—'

চিঠি পড়ে আমি দীর্ঘ সময় চূপচাপ বসে থাকি। গলা ছেড়ে কানতে ইচ্ছে
হয়।

॥ সাত ॥

আজকাল বড় অঙ্গীর লাগে।

সব যেন অগোছালো হয়ে গেছে। সুর কেটে গেছে। সফিকের সেই হাসি ঝূঁপী
তাৰ নেই। তাৱ ঝূল কথনো থাকে কথনো থাকে না। মেডিকেল কলেজ থেকে
এক্সেন্ট কৰিয়ে এসেছে যশ্চা টাঙ্গা কিছু নেই। তাৱ ব্যবসা খুব মন্দা যাচ্ছে। কিছু
কেমল কৱো যেন প্ৰেসেৱ পুৱালো চাকৰিটা আবাৰ ঘোগড় কৱেছে। আজকাল সে
কৃপণেৱ হত টাঙ্গা জমায়। তাৱ ব্যৱচপাতি এগিন্তেই অবশ্যি কথে গেছে। বোনকে
টাঙ্গা পাঠাতে হয় না। আদৱ কৱো একটি পয়সাও ব্যৱচ কৱে না। মেডিকেল
কলেজৰ ছোকড়া ভাঙ্গাৰতি বাৱ বাৱ বলেছিল,

তাল ভাল খাৰার খাবেন। দুধ টুধ নিয়মিত খাবেন। আপনাৰ এখন হাই
প্ৰোটিন ভায়েট দৱকাৰ। ভাঙ্গাৰেৱ কথা সে হেসে উড়িয়ে মিয়েছে।

হাই প্ৰোটিন ভায়েট খাৰ পয়সা কোথায়? পাস বুকেৱ পাই পয়সাও ব্যৱচ
কৱাব না।

সে একটি সাইন বোৰ্ড লিখিয়ে এনেছে-

“নীলগঞ্জ হোটেল এ্যাণ্ড রেষ্টুৱেন্ট”

প্ৰকাউ সাইন বোৰ্ড। ব্যবৱেৱ কাগজে মুড়ে সেই সাইন বোৰ্ডটি রাখা হয়েছে
ঢৌকিৰ নিচে। মাঝে মাঝে রাত জেগে সে টাঙ্গা পয়সাৰ হিসাব মিলায়। হাসি মুখে
বলে,

দেৱী নাই আৱ। তুম কৱে দিতে হবে।

তাৱ চোখ ঝুল ঝুল কৱে। গাঢ়ীয় হয়ে বলে, ‘ছেটি থেকে তুম হবে। প্ৰথমে
ধাকবে সাদামাটা চায়েৱ দোকান। তাৱপৰ বড় একটা হোটেল দেব। একটা
হলসুল কাউ কৱব দেখবি।’

সেই হলসুল কাউ কৱবাৰ জন্মে সে প্ৰায়ই না যেয়ে থাকে।

একদিন বললো, চায়ে চিনি দেবাৰ দৱকাৰ কি? চীনদ্বাৰা বিনা চিনিতে দিবিয়
চা যাচ্ছে। না চিনিটা আমি উঠিয়েই দেব, অনেকগুলি টাঙ্গা বীচে বুৰলি।

পাখু নিবাসেৱ নাম ফলক ঝুশীন ধিয়া সৱিয়ে ফেলেছে। তিন ভলায় নতুন
নতুন ঘৰ উঠিছে। জানালায় নতুন শিক বসালো হচ্ছে। চুলকাৰ হচ্ছে। একদিন দেখি
'ৱোকেয়া তিলা' নামে একটা সাইন বোৰ্ড শোভা পাচ্ছে। আমাদেৱ কাছে নোটিশ
দিয়েছে, 'দুই মাসেৱ তেতৱ বাড়ী থালি কৱে দিতে হবে। অন্যথায় আইনেৱ অপ্রয়
নেয়া হবে' এই জাতীয় কথা লেখা।

করিম সাহেব এই নিয়ে খুব হৈ তৈ করছেন, উঠিয়ে দিবে বললেই হল। হাইকোর্টে কেইস করে শালার পাঞ্জলা প্যার্কানা বের করে দিব না। উঠিয়ে দেয়া খেলা কথা না। হ হ।

করিম সাহেব আজকাল প্রায় রাতেই মদ টন খেয়ে এসে কিন্তু সব কান্ড কান্ধানা করেন। কেউ কিছু বললেই আকাশ কাটিয়ে চিন্কার করেন,

নিজের প্যাসায় থাই। কারোর বাপের প্যাসায় না। কারোর সাহস থাকে বলুক দেখি মুখের সামনে। জুতিয়ে দীৰ্ঘ খুলে ফেলব না। ভদ্রলোক চিনা আছে আমার।

সত্য হিথ্যা জানিনা, শুনছি অফিসে কি একটা টাঙ্কা প্যাসার গভগোলের জন্য করিম সাহেবকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তদন্ত উদ্বৃত্ত হচ্ছে। কথাটা সত্য হচ্ছেও পাবে। কয়েক দিন ধরে দেখছি অফিসে যান না। গতকাল আমি জিজেস করেছিলাম, কি ব্যাপার করিম সাহেব অফিসে যান না দেখি।

করিম সাহেব রেগে আগুন।

যাই না যাই সেটা আমার ব্যাপার। আপনে কোথাকার কে? আপনার থাই? না আপনার পরি?

বি.এ. পরীক্ষার ফিস জমা দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। নবী সাহেবের ঘরটিতে এখন একা একা থাকি। দিন রাত পড়তে চেষ্টা করি। নীরস পাঠা বইয়ের পুল একেক সময় অসহ্য বোধ হয়। কোথায়ও হীফ ছাড়বার জন্যে যেতে ইচ্ছে হয়। যাওয়ার জায়গা নেই কোন। আমার ছাত্রিটির বাসায় যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিনা দরকারে শুধু শুধু যাওয়া। শেরীর ব্যাবা মা কেউ কিছু মনে করেন কি না তাই তেবে যাওয়া হয় না।

মাকে দেখতে গিয়েছিলাম এর মধ্যে। মা আগের মতই আছেন। এতদিন ধারণা ছিল বোধহৃত খুব কঠি আছেন। কিন্তু দেখা গেল অবস্থা মোটেই সে রকম নয়। বাড়ির পেছনে সঙ্গী বাগনে করেছেন। হীস মূরগী পালছেন। ধান চাল রাখার জন্য নতুন একটি ঘর তোলা হয়েছে। এমন অবাক লাগলো দেখে। বাবার প্যারালিসিসও তেমন কিছু নয়। দেয়াল ধরে বেশ দীড়াতে পাতেন।

অঙ্গু দেখলাম অনেক বড় হয়েছে। তাকে অতি কড়া শাসনে রাখা হয়। অঙ্গু কাছেই শুনলাম সে পুরিয়ে পড়লে মা তার বই খাতা তর তরে খুঁজে দেখেন। যেন পারদের মত কিছু আবের না ঘটে। অঙ্গু অনেক চালাক চতুর হয়েছে। অনেক কথা বলল সে। গর বলাও বেশ শিখেছে।

ପାଇଁ ଆମ ଭାଲାଇ କରେଛେ ଦାନା । କି ଯେ ଦିନ ଗେହେ ଆମାଦେର । କତଦିନ ଶୁଅ
ଏକବେଳା ରାଜା ହେଁଥେ । ମା'ର ମେଜାଜତୋ ଜ୍ଞାନଇ । ସବ ସମୟ ଆଶ୍ରମର ମତ ତେତେ
ଆକର୍ତ୍ତେ । ଏକଦିନ କି କରେଛେ ଶୋନ—ବାବା ଦେଖି କରେ ଫିଲେଛେ । ଏଗାରୋଡ଼ିର
ମତ ବାଜେ ଆର । ମା ଦରଜା ଖୁଲିଲେନ ନା କିମ୍ବୁତେଇ ।

ଖୁଲିଲେନ ନା କେନ ?

କେ ଜାନେ କେନ ? କେ ଯାବେ ଜିଜ୍ଞେସ କରାତେ ?

ଅଞ୍ଚୁ ଏକ ଫୀକେ ଆମାକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲ, 'ତୁମି ନାକି ଦାନା ବାଡ଼ୀ ବାଡ଼ୀ
କାପଡ଼ ଫେରି କରେ ବେଡ଼ାଓ ? କତ କାନ୍ତ ହଳ ଏଇ ନିଯୋ । ଆମାରା ଯେଣେ ଆଶ୍ରମ ।' ବାବା
ବେଚାରା ସରଲ ମାନୁଷ । ଛୋଟ ମାମାକେ ବଲେଛେ, 'ତୁମି ନିଜେତୋ ମାନୁଷଦେର ବାଡ଼ୀ
ଗିଯେ ଝୋପୀ ଦେଖ । ତାତେ ଦୋଷ ହେଲା ।

ଅଞ୍ଚୁ ହସତେ ଶାଗଲୋ ଥିଲ ଥିଲ କରେ । ବହ କଟେ ହାନି ଧାରିଯେ ବଲାପ, ଛୋଟ
ମାମା ତଥା ଏକେବାରେ ହାଉଇଯେର ମତ ନାଚତେ ଶାଗଲେନ । ମା'ର ସଙ୍ଗେ ତୁମୁଳ ବାଗଢ଼ା
ହଳ ତଥନ । ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ବାଗଢ଼ା କେ ପାଇବେ ବଳ ? ଛୋଟ ମାମା ହେଲେ ଭୃତ ।

ମା'ର ସଙ୍ଗେ ବାଗଢ଼ା କି ନିଯୋ ?

ଜମି ନିଯୋ । ନାନାର ସମ୍ପଦିର ଓୟାରିଶାନ ଚାଇଲେନ ମା । ତାତେଇ ଲେଖେ ଗେଲ ।

ଓୟାରିଶାନ ପେଯେଛେନ ?

ପାବେନ ନା ମାନେ ? ମାକେ ତୁମି ଏଥିନେ କେନ ନାଇ ଦାନା ।

ଅଞ୍ଚୁ କହେ ଅନଳାମ ମା ଆଜକାଳ କାରୋ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଶେଷ ବଲେନ ନା ।
ଆମାର ସଙ୍ଗେ ବଲିଲେନ ନା । ଅଭାବେ ଅନଟିଲେ ଏହିକମ ହୟ ନାକି ମାନୁଷ ? ଆବେଳ ଶୂନ୍ୟ
କଥାବାର୍ତ୍ତା । ମେଇ ଚରମ ଅଭାବ ଏଥିନତୋ ଆର ନେଇ । ଏଥିଲ ଏହିକମ ହଲେ କେନ ? ବାବାର
ଧାରଣା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ଝୀନ ଥାକେ । ଆମାକେ ଏକବାର ଏକା ପେତ୍ରୋ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରେ
ବଲିଲେନ, 'ସବ ଝୀନେର କାନ୍ତ କାରଖାନା ।'

କିମେର କାନ୍ତ କାରଖାନା ?

ଝୀନେ ! ତୋର ମାକେ ଝୀନେ ଧରେଇ ।

କି ଯେ ବଲେନ ଆପଣି ।

ବାବାର ପାଗଲାମୀ ମନେ ହଳ ମେତେ ଗେଛେ । ସହଜ ଆଭାବିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା । ତିନି
ଖୁଟିଯେ ଖୁଟିଯେ ସବାର କଥା ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲେନ,

ସହିକ କେମନ ଆଛେ ? ତେବାକେ ବିଯେ କରେଇ ନାକି ? ଆହା କେନ କରିଲ ନା ।
ନିଶାନାଥ କଇ ? ସମ୍ମାନୀ ହେଁ ଗେହେ ? ଆହାଜେ ବଡ଼ ଭାଲ ମାନୁଷ ହିଲ । ସମ୍ମାନୀ ତୋ
ହବେଇ । ତାଳୋ ମାନୁଷ ସଂସାରେ ଥାକରେ ପାରେ ?

অঙ্গকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবাৰ বেহালাৰ সখ মিটে গেছে নাকিৰে?' অঙ্গু
লাখিয়ে উঠল, সবচে নাকুণ থবৰটা তোমাকে দেয়া হয়নি দাদা। বাবা চমৎকাৰ
বেহালা বাজাই। যা চমৎকাৰ। যা চমৎকাৰ!

সেকি।

যা দাদা, তুমি বিশ্বাস কৰবে না কি চমৎকাৰ। মা পৰ্যন্ত হতভাঙ্গ হয়ে
তাকিয়ে থাকেন।

বেহালা কিনেছেন নাকি বাবা?

না হাতু-গায়েনকে থবৰ নিলেই সে বেহালা দিয়ে যায়। তুমি আজ বল
বাবাকে বাজাতে। সক্ষ্যাত পৱ সবাই গোল হয়ে বসব। বেশ হবে দাদা। বলবে
তো?

বাধাকে বেহালা বাজানোৰ কথা বলতেই তিনি আঁকে উঠলেন, পূর্ণিমা
আজকে। পূর্ণিমার সবয় বেহালা বাজাদে পৱী নামে এটাও জানিস না, গাধা
নাকি? পরক্ষণেই গলার হৰ নাখিয়ে বললেন, তুইতো বিশ্বাস কৰলি না যখন
বেহালা তোৱ মার সঙ্গে ঝীন আছে। ঝীন আছে বলেইতো যখন বাজাই তখন এমন
কৱে তাকায় আমাৰ শিকে-ভয়ে আমাৰ বুক কীপে। এই দেখ হাতেৰ লোম খাড়া
হয়ে গেছে।

ঢাকায় ফিরে আসাৰ আগেৰ দিন মা আমাকে একশ টাকাত একটি মোট
দিয়ে বললেন, তুমি যে ঢাকা পাঠিয়েছিলে সেই ঢাকা। সাৰে দিয়ে যাও।
ফেরিওয়ালা হবাৰ দৱকাৰ নাই। যখন ঢাকাৰ দৱকাৰ হবে লিখবে।

আমাৰ কোথে পানি এসে গেল। মা এৱ্঵কম হয়ে গেলেন কি করে? দূনিন
ছিলাম। এৱ মধো একবাৰ মাত্ৰ তিনি আগেৰ মত সহজে বাতাবিক ভাৱে কথা
বললেন। আগেৰ মত নয়ম হয়েৰ মিটি কথা, 'তোৱ বাবাৰ বেহালা অনে যা।
মানুষৰে মধো যে কি গুণ আছে তা বোৰা বড় কষ্ট। এখন বড় আফসোস হয়।' কে
জানে তীৰ এই আফসোস কি জন্মে?

বাবাৰ কাছে যখন বিদায় নিতে গেলাম তিনি যেন কেমন কেমন ভঙ্গিতে
তাকালেন। যেন আমাকে চিনতে পাৱছেন না। খানিকক্ষণ পৱ গঢ়ীয়ে হয়ে
বললেন,

চলে যাবেন যে চা টা খেয়োছেন? চা না খেয়ে যাবেন না যেন। অঙ্গু খিল খিল
কৱে হাসতে হাসতে বললো, আপনি আপনি কসছ কেন বাবা। চিনতে পাৱছ
না।

বাবা রাণি গলায় বললেন,

হ্যাসিস না তথু তথু চিনব না কেন? না চেনার কি আছে?

বাবা ঘোর লাগা চোখে তাকালেন। আমার বুকের মধ্যে ধক্ক করে উঠলো।
সত্যি তাহলে আমাকে চিনতে পারছেন না। অঙ্গু বকল, তুমি মনে হয় ঘাবড়ে গেছ
দানা। মাঝে মাঝে বাবার এরকম হয়। কাউকে চিনতে পারেন না। আবার ঠিক
হয়ে যায়।

তাকায় এসে দুটি চিঠি পেলাম। একটি পাইলের। পাইলের চিঠিতে একটা
দানূৎ মজার খবর আছে। তার জমজ মেয়ে হয়েছে। পাইলের সব কান্ত কারবানাই
অনুভূত। দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছে শেষী। তিন লাইনের চিঠি।

পরম প্রকোষ্ঠ স্যার,

আমার সালাম জানবেন। মা আপনাকে চিঠি লিখতে
বললেন। আপনি তীর সঙ্গে দেখা করবেন। আপনি আর
আসেন না কেন?

বিশীভূতা

শেষী

॥ আট ॥

এত বড় বাড়ী থী থী করছে।

কেউ কোথাও নেই। গেটের পাশে দাঙ্গোয়ান দৌড়িয়ে থাকতো আজ সেও
নেই। দরজার সামনে তারী পর্দা দূলছে। পর্দা টেনে ভেতরে ঢুকতে সৎকোচ
শাগলো। কে জানে হয়তো শেলীর মা ভেতরে বসে আছেন। তিনি কখনো আসেন
না আমার সামনে। হয়ত বিষ্ণু হবেন। হয়ত লজ্জা পাবেন।

বাইঁয়ে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে শুল্লাম এগাঙ্গোটা বাজার ঘন্টা দিছে। এদের বসবার
ঘরে অঙ্গুত একটা দেয়াল ঘড়ি আছে। বাজার যত শব্দে ঘন্টা বাজে।

কাকে চান?

আমি চমকে দেখি চশমা পড়া একজন মহিলা পর্দা সরিয়ে উকি দিছেন।
আমি ইতস্তত কদ্রতে শাগলাম। কে জানে ইনিই হয়তো শেলীর মা। খেয়ে খেয়ে
বললাম,

আমি শেলীর মাট্টোর।

হ্যাঁ আমি চিনতে পারছি। কি ব্যাপার!

আমাকে আসতে বলেছিলেন।

কে আসতে বলেছিলেন?

শেলীর মা আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন।

ভদ্রমহিলার কে কুকুরিত হল। অবাক হয়ে তাকালেন।

আমি, আমি খবর দিয়েছিলাম? কেন, আমি খবর দিব কেন? ধাম বেরিয়ে
গেল আমার। পিপাসা বোধ হল। শেলীর মা শাস্ত বরে বললেন,

ঘরে এসে বসুন। কেউ নেই আজকে। শেলী তার ফুপার বাসায় গেছে। ফিরতে
রাত হবে। আজ্ঞা খবর দিয়েছে কে?

আমি ধামতে ধামতে বললাম,

তাহলে হয়ত কুল হঞ্জেছে আমার। আজ্ঞা আমি তাহলে যাই।

না না চী খেয়ে যাবেন। চী দিতে বলছি। খবর কে দিয়েছে আপনাকে?

আমি তাকনো গলায় বললাম,

শেলী চিঠি দিয়েছিল।

ও তাই। আছে চিঠিটা। দেখি একটু।

শেলীর মা ক্ষ বুঢ়িকে সে চিঠি পড়লেন। বন্ধু করে আমে ভরলেন আবার খুলে পড়লেন। আমার মনে হল তীর ঠোটের কোণায় একটু যেন হাসির আভাস।

চা আসতে দেরী হল না। চায়ের সঙ্গে দুটি সলেশ। বক ঘকে ঝলোর ঝাসে বরফ মেশালো ঠাণ্ডা পানি। ভদ্রমহিলা খুব কৌতুহলী হয়ে আমার দিকে বারা বার তাকাইছেন। এক সময় যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এই ভঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ একবার অবিশ্বা বলেছিলাম শেলীকে তোমাকে এখানে আসবার কথা লিখতে। তেমন কোন কারণে নয়।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। ভদ্রমহিলা বললেন, বয়সে অনেক ছোট ভূমি। ভূমি করে বলছি বলে আবার রাগ করছনাড়ো?

ছিল।

ভূমি আজ রাতে নটার সিকে একবার আসবে? শেলীর হ্যাঁ বাসায় থাকবেন তখন। আসতে পারবে?

যদি বলেন আসতে আসব।

হ্যাঁ। আসবে ভূমি। আমি বরঞ্চ গাড়ী পাঠাব।

গাড়ী পাঠাতে হবে না। আমি আসব।

আর শোন, শেলীর চিঠিটা ধাক্কুক আমার কাছে।

সমস্ত দিন কাটিল এক বরনের আভকের মধ্যে। একি কান্ত করল শেলী। কেন করল? বোধহয় কিছু না ভেবেই করেছে। সারা দৃশ্য শুয়ে রইলাম। কিছুই ভাল নাগচ্ছেন।। অচল মাঝা ধরেছে। এর মধ্যে করিম সাহেব এসে খ্যান খ্যান শুরু করেছেন। তীর বক্তব্য—সফিক কোন সাহসে তাকে চায়ের দোকানে যোগ দিতে বলল। চাকুরী নাই বলেই লিকশা ওয়ালাদের জন্যে চা বানাতে হবে? সফিক ডেবেছেটা কি? মান-সমান বলে একটা জিনিস আছে ইত্যাদি। আমার বিস্তৃতির সীমা রইল না। করিম সাহেব বক বক করতেই লাগলেন,

আমার দাদার বাবা ছিলেন জমিদার বুঝলেন? তিনটা হাতী ছিল আমাদের। জুতা হাতে নিয়ে আমাদের বাড়ীর সামনে নিয়ে কেউ হাটতে পারতনা। জুতা বগলে নিতে হত। আমাদের বসত বাড়ীর ইট বিক্রি করলেও সাথ দুই সাথ টাকা হয় বুঝলেন!

সফিক আসলো সক্ষ্যাকেলা। অতিব্যাক্ত সে। এসেই এক ধরক লাগলো,

সক্ষ্যাবেশ করে আছিস। কাগড় পৱ। ‘নীলগঞ্জ হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেণ্ট’
দেখিয়ে আনি।

আরেক দিন দেখব। আজ কাথা আছে এক জায়গায়। নটাৰ সময় ঘেতে হবে।

নটা বাজতে দেবী আছে উঠ দেবি। কৱিম সাহেব আপনিও চলেন দেবি। সবাই
মিলে রেস্টুরেণ্টটা দীড় কৱিয়ে দেই।

কৱিম সাহেব মুখ লথা করে ঘৰ ছেড়ে চলে গেলেন।

সফিক হাসি মুখে বলল,

ঘৰ ভাড়া নিত্য নিয়েছি। সাইন বোর্ড আজ সকালে টাঙ্গিয়ে দিয়ে আসলাম।
জিনিসপত্র কেনা কাটি বাকি আছে। লালুকে সাথে নিত্য সেইসব কিনব,
এক্সপার্ট আদৰ্শী সে।

সফিকের উৎসাহের সীমা নেই। আমি শুনছি কি শুনছিনা সেই দিকেও
খোল নেই। নিজের ঘনেই কথা বলে যাচ্ছে,

ঘরের মধ্যে পাটিসন দিয়ে ধাক্কা জ্বালায়। করেছি। নিয়ি পড়াশুনা করতে
পারবি তুই। ইলেকট্রিসিটি আছে অসুবিধা কিছু নাই। তুই আৱ কৱিম সাহেব
তোৱা দুইজন কাল পৱত্তৰ মধ্যে চলে আৰ।

কৱিম সাহেব?

হী ও আৱ যাবে কোথায়? পঞ্চাশ বৎসৱ বয়সে কি আৱ নতুন করে চাকুৱী
কৱা যায়? দুই একদিন গৌই গুই কৱবে তাৱপৰ দেখবি ঠিকই লেগে পড়েছে হ্য
হাহা।

ঘরের সামনে গিয়ে অজিত হয়ে দীড়িয়ে পড়লাম। নড়বড়ে একটা ঘৱ
কোল মতে দীড়িয়ে আছে।

এই তোৱ খৱ?

সফিক বিৱৰণ হয়ে বলল,

তুই কি তেবেছিলি? একটা সাত মহল রাজ প্রাসাদ?

কে আসবে তোৱ এখানে চা খেতে?

আসবে না কেন সেইটা তনি আগে?

একটা ছেলে এসে ঘরের তালা খুলে দিল। সফিক হষ্ট চিন্তে বলল, এৱ নাম
কাহু। দানুগ কাজের ছেলে।

কিম্বে ব্যাটা আছিস কেমন?

বালা আছি স্যার।

আমি শুটিয়ে শুটিয়ে দেখলাম সব। সারি সারি বেঝ পাতা। ফীকে ফীকে আবার টুল কাঠের চেয়ার। মেঝেতে ইনুর কিংবা সাপের গুর্ণ। দরমার বেড়ায় এক চিলতে জায়গা আবার আলাদা করা। তার মধ্যে গান্দাগানি করে রাখা দুটি জ্বালী চৌকি।

সফিক বললো,

কিন্তু পছন্দ হয়েছে?

আমি কীণ থরে বললাম, ভালই তো।

বুঝতে পারছি তোর পছন্দ হ্যামি। দেখবি সব হবে। আমি না ঘেরে দিন কাটিয়েছি। রাত্তায় রাত্তায় সূচ পর্যন্ত বিক্রি করেছি আমি, কি তেবেছিস হেড়ে দিবো? আম চা খাই।

কোথায় চা খাবি?

পাশেই চায়ের দোকান আছে একটা।

চায়ের দোকানের মালিক সফিককে দেখে গাঢ়ীর হয়ে গেল।

সফিক হাসিমুখে বলল,

ভাল আছেন নাকি রহমান সাব?

ভাল আর কেমনে ধাকুম কল। আমার দোকানের পিছে দোকান দিছেন, ভাল ধাকল যায়।

এইতো ভালত্তো ভাই কম্পিউটার হবে। যেটা ভাল সেটা টিকবে।

সফিক দুর কৌণিয়ে হাসতে লাগলো। হাসি ধামিয়ে বলল,

রহমান সাব সব বি.এ.এম.এ. পাশ ছেলেরা কাজ করবে আমার দোকানে।
এই দেখেন একজন বি.এ.পশ।

রহমান সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। সফিক গাঢ়ীর হয়ে বলল,

আর আমাদের ম্যানেজার কে জানেন নাকি? নিশানাথ জ্যোতিষাণব।
জ্যোতিষ সাগার। বুরেন কাউ ইয়া দাঢ়িইয়া গৌফ।

রহমান সাহেব নিষ্পৃহ সুরে বললেন,

তন্ত্রজ্ঞ আপনেরা সাবধানে ধাকবেন। পাড়াটা শুভা বদমাইশের পাড়া।
আমি ধাকতে পারিন। আর আপনেরা নতুন ঘানুম।

সফিক হেসেই উড়িয়ে দিলো,

গুড়া বদমাইশ কি করবে আমাদের ? আমাদের ম্যানেজার সাক্ষাত দুর্বামা
মূলি। কীচা পিলে ফেলবে।

কীচা পিলসেতো ভালই। আগন্তো চা থাইবেন ! এই চা দে দেবি।

রহমান সাহেব গঞ্জীর হয়ে বিড়ি ধরালেন। সফিক ফিস্ক ফিস্ক করে বলল,
ব্যাটা তখন ঘেকেই তয় দেখাক্ষে শুধু। একবার মিনো গুড়াকে নিয়ে আসবো।
মিনো গুড়াকে দেখলে রহমান সাহেবের পিল ঠাণ্ডা হয়ে থাবে দেবিস।

মিনোটা কে ?

আছে আছে। আমার কাছেও জিনিস পত্র আছে। হা হা হা। মিনো গুড়া আমার
ছত্র ছিল।

পাহু নিবাসে ফিরলাম রাত আটটার দিকে। বাড়ীর সামনের জায়গাটা
অক্ষকার। সেই অক্ষকারে খাপটি যেতে কে যেন বসে আছে। সফিক কড়া গলায়
বলল,

কে খানে কে ?

কোন সাড়া শব্দ নেই। আরেকটু এগিয়ে যেতেই বুকের মধ্যে কি ধরনের যেন
অনুভূতি হল। দুঃখনেই ঘমকে দৌড়িয়ে একসঙ্গে চেরিলাম,

কে কে ?

আমি নিশানাথ।

আমরা অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। জগতে কত অনুভূত
ঘটনাই না ঘটে। সফিক প্রথম বলল, তাবশেশ হীন গলা,

এইখানে কি মনে করে নিশানাথ বাবু ? কিন্তু ফেলে দিয়েছিলেন নাকি ?

নিশানাথ বাবু শাস্ত গলায় বললেন,

তুমি তাল সফিক ?

আমি কেমন আছি তা দিয়ে আপনার কোন দরকার নিশানাথ বাবু ? আমি
দৌড়ে গিয়ে নিশানাথ বাবুর হাত ধরে ফেললাম। গাঢ় বরে বললাম,
আসেন ঘরে আসেন।

আজ দু'মাস পর দেখছি জ্যোতির্বাণবকে। গেরন্যা পাঞ্জাবী ছাড়া সব কিছু
আগের মতই আছে। পাঞ্জাবীর বদলে সাদা রঙের একটি সার্ট। বেশ খানিকটা
ত্রোপ্য লাগছে। তো দুটি যেন অশ্বাভাবিক উজ্জ্বল। নাকি আমার দেখার ভুল।

সফিক এমন একটা তাৰ কৱতে লাগলো যেন জ্যোতিষীণবেৰ হিঁড়ে আসাটা
তেমন কোন ব্যাপৰ নয়। সাধুজী যেন চা খেতে দিয়েছিল। চা খেয়ে ফিরে
এসেছে। সে কুন কুন কৱে কি একটা গান্দেৱ কলি ভৌজল। তাৱপৰ গভীৰ
মনোযোগেৰ সঙ্গে হিসাব পঢ়েৱ খাতা বেৱ কৱে কি যেন দেখতে লাগলো। এমন
সব ছেলে মানুষী কাণ্ড সফিকেৱ। শেষ পৰ্যন্ত আমাৰ অসহ্য বোধ হল। তেচিয়ে
বললাম,

বক্ষ কৱতো আভাটা।

সফিক খাতা বক্ষ কৱে গাঁথীৱ থৰে বলল,

নিশানাথ জ্যোতিষীণব, আপনাকে আমাদেৱ ঘ্যানেজন কৱা হয়েছে।

কিসেৱ ঘ্যানেজায়?

চায়েৱ দোকান দিয়েছি আমৱা।

জ্যোতিষীণবেৰ ঠীকেৰ কোণায় হাসি খেলে গেল। হালকা গলায় বললেন,
সত্যি সত্যি শেৰ পৰ্যন্ত বেঙ্গুজেন্ট দিয়েছ?

হীঁ ঘ঱ তাড়া হয়ে গেছে।

ঘ঱ তাড়া হয়ে গেছে?

হীঁ।

জ্যোতিষীণব হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ আৱ কেউ কোন কথা
বলল না। সফিক মৃদু থৰে বলল,

নৈশদ্দেৱ পৰী উড়ে গেছে তাই না নিশানাগ বাবু? হঠাৎ সবাই চূপ কৱলে
পৰী উড়ে যায় তাই না?

জ্যোতিষীণব মৃদু থৰে বললেন, তোমাৰ অসুখটা সেড়েছে সফিক?

হীঁ সেৱেছে।

কুম আসেনা আৱ।

আৱ কোনদিন আসবে না।

আমি বললাম,

আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন?

জায়গায় জায়গায় ঘুৱে বেড়ালাম।

খেতেন কি?

আচর্যের কথা কি জান? যাওয়া ঝুটে গেছে। না খেয়ে থাকিনি কখনো।
পাহুনিবাসে বরং আমার কষ্ট হয়েছে বেশি।

সক্রিক দৃঢ় শব্দে বলল,

আর কষ্ট হবে না। অন্ত কখনো না খেয়ে থাকতে হবে না। দেখবেন দিন কাল
পাঠে ফেলবো।

নিশ্চান্ত বাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। যেন সফিকের কথাটি ঠিক নয়।
সফিক ভুল বলছে। আমি বললাম,

আবাদের কিছু না বলে চলে গেলেন কেন?

বুব মায়ায় আড়িয়ে পড়েছিলাম। মায়া কাটানোর জন্যেই এটা করেছি।

সক্রিক কঢ়া গলায় বলল,

মায়া কেটেছে?

নিশ্চান্ত বাবু খেয়ে বললেন,

মায়া কাটে সফিক।

তাহলে ফিরে আসলেন কেন?

জ্ঞাতিষ্ঠানের তার জবাব না দিয়ে রহস্যময় তঙ্গিতে হাসতে লাগলেন। যেন
বুব একটি ছেলেমানুষী প্রশ্ন তীকে করা হয়েছে। কিন্তু নটা বেজে যাচ্ছে আমি আর
থাকতে পারিনা। আমি উঠে দৌড়ালাম,

এক ধন্তার মধ্যে আমি আসব। একটা বুব জনন্যী কাজ আছে না গেলেই নয়।

জ্ঞাতিষ্ঠানের আমার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় তঙ্গিতে হাসতে লাগলেন।

আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তীরা।

শেলীর বাবা বললেন, 'তোমার দেরী দেখে তাবলাম হয়তো আসবে না। গাড়ী
পাঠাব কিনা তাই তাবছিলাম।' শেলীর মা কোণার দিকে একটি সোফায়
বসেছিলেন, তিনি গলা উচিয়ে ডাকলেন,

শেলী শেলী।

শেলী এসে সাঁড়াল পর্দার উপাশে। হয়ত সে এখানে আসতে লজ্জা পাচ্ছে।
সে প্রায় অস্পষ্ট শব্দে বললো,

কি হন্তে ডাকছ মা।

তেজুর আস। বাইজে দৌড়িয়ে কেন?

বলনা কি জন্য ভাবছ?

তোমার স্যারকে চা দাও।

শেলীর বাবা বিনোদ হয়ে বললেন, দুপুর রাতে চা কেন? টেবিলে খাবার দিতে বল। তুমি নিচ্ছাই খেতে আসনি? আর খেতে এসে থাকলেও বস।

খাবার টেবিলে অনেক কথা বললেন তদ্বলোক। কত কষ্ট করে পড়াননা করেছেন। মানুষের বাড়ীতে অগ্রিম হিসেবে থাকতেন। সেইসব কথা বলছেন গবে এবং অহংকারের সঙ্গে। একজন সফল মানবের মুখে তার দৃতিগোর দিনের কথা জন্মতে তালই লাগে। শেলীর মা একবার পাত্র বললেন,

এই সব কথা ছাড়া তোমার অন্য গবে নাই!

তদ্বলোক হা হা করে হাসতে লাগলেন। যেন মজার একটি কথা বলা হয়েছে। শেলী একটি কথাও বললন। একবার ফিরেও তাকাল না আমার দিকে। একটি গাঢ় নীল রক্ষের শাড়ীতে তাকে জলপরীর মত লাগছিল। শাড়ীতে কখনো দেবিনি তাকে। এ যেন অন্য একটি মেয়ে। শেলীর মা খেতে খেতেই জিজেস করছিলেন,

ক তাই বোন আমরা। কি তাদের নাম। কি করছে। পাত্র নিয়াসে থেকে পড়াননা করতে নিচ্ছাই খুব কষ্ট হয়। পড়াননা শেষ করে কি করব?

খাওয়া শেষ হওতেই আমি তায়ে তায়ে বললাম, 'আমি কি এখন যাবো? তদ্বলোক আবার হা হা করে হেসে উঠলেন। যেন এই কথাটিও অভ্যন্ত মজার। বহু কষ্টে হাসি ধারিয়ে বললেন,

নিচ্ছাই যাবে। তবে তুমি একটা কাজ কর আমার এখানে অনেক খালি ঘর পড়ে আছে। তুমি আমার এখানে এলে থাক।

শেলীর মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমিও তাই, তাবাছিলাম। তুমি চলে আস এখানে পড়াননার তোমার খুব সুবিধা হবে। তা ছাড়া শেলী বেচারী খুব একলা হয়ে পড়েছে। তুমি থাকলে ভর একজন সঙ্গী হয়।' বলতে বলতে তিনি মুখ টিপে হাসলেন। শেলীর দিকে ফিরে বললেন,

ডাইভারকে গাড়ী বের করতে বলতো মা। তোমার স্যারকে পৌছে নিতো অসুস্ক। রাত হয়ে গেছে।

শেলী আমাকে গেটি পর্যন্ত এগিয়ে নিতে আসল। কিন্তু একটা বলা উচিত
তাকে। কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলাম না। গাড়ীতে ঘৃঢ়ার সময় শেলী শান্ত
ব্যর্থে বললো,

আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে।

ধরে ফিরে দেখি সফিক অন্ধা আছে। তার চোখ ইয়েৎ রঞ্জাত। বোধহয় আবার
কুর আসছে। সফিক ক্লান্ত অন্ধে বললো,

নিশানাখ চলে গেছে। বিদায় নিতে এসেছিল আমাদের কাছে।

কোথায় গেছে?

প্রথমে বারহাট্টা। সেখান থেকে যাবেন মেঘালয়ে। তাঁর কোন আতি খুঁড়ে।
যাবেন তীর কাছে যাছে। ঐখানেই থাকবে।

আবাক ইত্যার ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ কোন কথাই
বলতে পারলাম না। সফিক বললো,

কি জন্মে ধাকনে সে? তিনি পুরুষের কুলধর্ম ছাড়তে পারে কেউ?

আর আসবেনা ফিরে?

না।

সফিক হঠাত বিছানায় উঠে বসে উদ্বেগিত হ্রে বললো,

নিশানাখ না ধাকুক ভুইন্তো আছিস। দুজনে মিলে দেখ না কি কাল করি।

আমি চূপ করে রইলাম। সফিক শুয়ে পড়ল। গায়ে হাত নিয়ে দেখি বেশ ঝুর।
সফিক আজ্ঞার মত বলল,

জ্যোতিষার্থ কিন্তু সত্তি ভাল হাত দেখে। আজ আমি অবাক হয়েছি—যুব
অবাক হয়েছি তীর ক্ষমতা দেখে।

আমি কৌতুহলী হয়ে বললাম, 'কি বলেছে জ্যোতিষার্থ?'

সফিক সে কথার জবাব দিল না। আমি অবাক হয়ে দেখি তার চোখ নিয়ে
টপ টপ করে পানি পড়ছে। অশ্রু গোপন করবার জন্মে সে দেয়ালের পিংকে ঘূর
ফিরিয়ে নিয়ে মৃদু ব্যর্থে বললো,

তুম জ্যোতিষার্থ কেন ভুই নিজেও যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাস আমার
তাতে কিন্তুই যাবে আসবে না। আমি ঠিক উঠে মৌড়াব।

সেই রাত্রে একটি অন্ধুর ঘন দেখলাম। যেন আদিগন্ত কিন্তু একটি সবুজ
মাট। মাটের ঠিক মাঝখানে সফিক দৌড়িয়ে আছে এক। এক। তার পায়ে 'মুকুট'

নাটকের মধ্যম রাজকুমারের পোষাক। আকাশ ভরা জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না তেজ
সেই রাতে সমূজ মাঠের মাঝখান থেকে সাফিক হেল হঠাত ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু
করল।

ঘূম তেজে গেল আমার। বাইরে এসে দেখি ফকফকা জ্যোৎস্না হয়েছে।
বারান্দার মেঝেতে অপূর্ব সব লক্ষণ। পায়ে পায়ে এগিয়ে উকি দিলাম সফিকের
ঘরে।

সফিক অঙ্ককাঠে বসে চা খাচ্ছে একা একা। আমাকে দেখে সে হাসি মুখে
ভাবল, চা খাবি রঞ্জ়! আয়না ঝুরটা দেরে গেছে। আমার বেশ লাগছে এখন।
অকারণেই আমার চোখে ঝল আসল।
